রাত ১২টার পরের
জোকস্
আহসান হাবীব
রাত ১২টার পরের জোকস্
আহসান হাবীব
Rat 12ter Parer Jokes
a collection of jokes by Ahsan Habib
price Bdt 55.00 only
US $ 2.00
anyaprokash<< dhaka<< bangladesh
an ANYAPROKASH publication
ISBN 984 868 241 4

ডার্টি জোকস্ বিদেশে খুব জনপ্রিয়। জনপ্রিয় আমাদের দেশেও, কিন্তু সেটা খুব ঘনিষ্ঠ আড্ডায়। প্রকাশ্যে নয়। প্রকাশনায় তো নয়ই! তারপরও এই দুঃসাহস! আসলে একটু রেখে-ঢেকে যতটা পারা যায় এমনি একটি প্রাপ্তবয়স্কদের জোকসের বই এটি। বলা যায় মার্জিত অ্যাডাল্ট জোকসের বই। আশা করি পরিণত পাঠকদের ভালো লাগবে। আর অপরিণতদের জন্য রয়েছে আমার অন্যান্য জোকসের বইগুলো।

আহসান হাবীব

প্রথম প্রকাশ | একুশে বইমেলা ২০০৩

© | লেখক

প্রচ্ছদ | আহসান হাবীব

কম্পিউটার গ্রাফিক্স | লিটিল এম

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৮০২
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৬৬৪৬৮১

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ-গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মূল্য | ৫৫ টাকা

উত্তর আমেরিকা পরিবেশক | মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট, লিউইহর্ব, যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাজ্য পরিবেশক | সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিক লেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

Rat 12ler Parer Jokes | By Ahsan Habib
Published by Mazharul Islam, Anyaprokash
Cover Design : Ahsan Habib
Price : Tk. 55 only
ISBN : 984 868 241 4

উৎসর্গ

এ বইটি তৈরি করতে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছে তাদেরকেই বইটি উৎসর্গ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তারা রাজি তো হলোই না, উল্টো আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে তাদের নাম এ বইয়ের কোথাও কোনোভাবে থাকলে আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবে! অতএব... উৎসর্গ ছাড়াই...

স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী তার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সময় কাটাচ্ছিল। স্বামীর অপ্রত্যাশিত আগমন টের পেয়ে সবকিছু দ্রুত সামলে নিল সে। বয়ফ্রেন্ডের গায়ে লোশন মেখে পাউডার ছিটিয়ে দিয়ে ঘরের এক কোণে দাঁড় করিয়ে বলল— তুমি এখন একটা স্ট্যাচু, একটুও নড়বে না, বুঝতে পেরেছ ?

বয়ফ্রেন্ড স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরে ঢুকে স্বামী নতুন স্ট্যাচু দেখে খুব খুশি হলো। স্ত্রী এত সস্তায় এত সুন্দর একটা স্ট্যাচু কিনে এনেছে বলে ধন্যবাদ দিল।

গভীর রাতে স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়লে স্বামী বিছানা ছেড়ে নামল। ফ্রিজ খুলে এক পিস কেক নিয়ে স্ট্যাচুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, কেকটুকু খেয়ে নাও। আমিও আমার গার্লফ্রেন্ডের বাসায় এভাবে তিনদিন দাঁড়িয়েছিলাম, কেউ কিছু খেতে দেয় নি।

ইউরোপিয়ান এক ক্লাবের এক ডাল পার্টিতে এক তরুণী তার বয়ফ্রেন্ডকে বলল, জান আমি মা হতে চলেছি।

সে কী সর্বনাশ!

না না, তোমার ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। আমি তোমার বাবাকে শিগগির বিয়ে করতে যাচ্ছি।

এক ভদ্রলোক এতই অলস যে বিয়ে করে বাসররাতে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে অপেক্ষায় ছিলেন কখন ভূমিকম্প হয়।

এক পার্টিতে এক মহিলা আর পুরুষ তুমুল তর্ক করছিলেন। কোনো বিষয়েই তারা একমত হতে পারছিলেন না। এক সময় মহিলা বললেন, আচ্ছা আমরা কি কোনো বিষয়েই একমত হতে পারি না ?

অবশ্যই পারি, মনে করুন কোনো ঝড়-বৃষ্টির রাতে আপনি কোনো এক রাজবাড়িতে আশ্রয় নিলেন। সেখানে এক ঘরের একটি বিছানায় রাজকুমারী শুয়ে আছে, অন্য বিছানায় তার পুরুষ পাহারাদার। আপনি কার সঙ্গে শোবেন ?

অবশ্যই রাজকুমারীর সঙ্গে।

আমিও।

এক লোকের বাড়ি সার্চ করে জাল নোট ছাপার যন্ত্রপাতি পাওয়া গেল। তাকে গ্রেফতার করা হলো।

লোকটি পুলিশের উদ্দেশে বলল, আমাকে গ্রেফতার করলেন কেন ? আমার কাছে তো কোনো জাল নোট পান নি।

ভাতে কী! জাল নোট ছাপার যন্ত্রপাতি তো পেয়েছি।

সে ক্ষেত্রে আপনি রেপ করার জন্য গ্রেফতার করুন।

কেন, আপনি কাউকে রেপ করেছেন ?

না, কিন্তু রেপ করার যন্ত্র তো আছে!

পাশাপাশি শুয়ে আছেন স্বামী-স্ত্রী। স্ত্রী স্বপ্ন দেখছেন পরপুরুষের বাহুডোরে আবদ্ধ তিনি। হঠাৎ বাইরে থেকে স্বামী এসে হাজির। স্বপ্নের মধ্যেই স্ত্রী চিৎকার করে উঠলেন, আমার স্বামী আমার স্বামী।

স্ত্রীর চিৎকারে স্বামী ধড়মড় করে ঘুম থেকে উঠে জানালা দিয়ে এক লাফে উধাও!

এক ইংরেজ যুবক বারে গিয়ে দেখে, বারের লোকটি সবাইকে বিনে পয়সায় মদ খাওয়াচ্ছে। যুবকটি এর কারণ জানতে চাইল।

একটু আগে একটা লোক একটি মেয়েকে উপরে ধরে নিয়ে গেছে, দেখেছ ?

হ্যাঁ, দেখেছি

ওকে চেন ?

না।

ঐ লোকটি এই বারের মালিক আর মেয়েটি আমার স্ত্রী। এই মুহূর্তে লোকটি আমার স্ত্রীর সঙ্গে যে আচরণ করছে আমিও তার ব্যবসার সঙ্গে সেই আচরণ করছি!

অপূর্ব সুন্দরী এক রোগিনীকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করার পর ডাক্তার তাকে পরামর্শ দিলেন— আপনার শরীরের যে অবস্থা তাতে করে আজ আর আপনার অফিসে যাওয়া ঠিক হবে না। সোজা বাসায় গিয়ে দু'চামচ এ ওষুধটা খেয়ে বিছানায় শুয়ে থাকুন। দরজায় তিন টোকা না পাওয়া পর্যন্ত দরজা খুলবেন না।

স্ক্যালিকে তার বাবা-মা শহরে পড়তে যেতে অনুমতি দিলেন এক শর্তে— কোনো ছেলেকে তার রুমে আসতে দিবে না। স্ক্যালি রাজি হয়ে শহরে চলে গেল। মাস খানেক পর ছুটিতে বাড়ি ফিরল স্ক্যালি।

আশা করি তুমি আমাদের শর্ত পালন করেছ ?

অবশ্যই মা, তুমি নিশ্চিত থাকতে পার আমি কোনো ছেলেকে আমার রুমে ঢুকতে দিই নি। তবে আমি মাঝে মধ্যেই একটা ছেলের রুমে গিয়েছি।

গভীর রাতে ডাক্তারের বাড়িতে টেলিফোন বেজে উঠল। ডাক্তার ফোনটা স্ত্রীর হাতে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, আমাকে চাইলে বলবে আমি বাসায় নেই।

স্ত্রী ফোন ধরে ওপাশ থেকে অতি পরিচিত একটা গলা শুনতে পেয়ে স্বামীর দিকে তাকাল। স্বামী ফিসফিসিয়ে একটা ওষুধের নাম বলে দিল। স্ত্রী তা রোগীকে শুনিয়ে দিল। রোগী ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, আপনার পাশে যিনি শুয়ে আছেন তিনি পাস করা ডাক্তার তো ?

সুন্দরী রোগী : ডক্টর, আমি শুধুমাত্র একটা জিনিসই চাই।
ডাক্তার : সেটা কী ?
রোগী : বাচ্চা
ডাক্তার : আপনি নিশ্চিত থাকুন, এ ব্যাপারে আমি একবারও ব্যর্থ হই নি।

রোগী : আশ্চর্য ব্যাপার ডাক্তার, আপনার নার্সের স্পর্শেই আমি এখন অনেকটা সুস্থ।
ডাক্তার : হুম, স্পর্শের শব্দ আমিও রুমের বাইরে থেকেই শুনতে পেয়েছি।

সাংবাদিক : এই সুন্দরী প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার জন্য আপনাকে কতটা কষ্ট করতে হয়েছে ?
সুন্দরী : বেশি না, শুধুমাত্র পুরুষ বিচারকদের বাড়িতে যেতে হয়েছে।

নতুন বিয়ে হওয়া বান্ধবীকে প্রশ্ন করল শায়লা— কী রে তোর বর কেমন ?

স্বামী আর পেঁচার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই!

কেন, এমন কথা বলছিস কেন ?

বলছি কারণ স্বামীরা তাদের বউদের সব ভালো জিনিস শুধু রাতের বেলাই খুঁজে পায়।

এক কৃষকের দুই বউ। পাশের বাড়ির এক যুবক দুই বউয়েরই প্রেমে পড়ে গেল। বড় বউয়ের কাছে প্রেম নিবেদন করতেই বড় বউ তাকে ঝাঁটা-পেটা করে তাড়াল। এরপর সে ছোট বউকে প্রেম নিবেদন করল। ছোট বউ সঙ্গে সঙ্গে রাজি। চলতে লাগল তাদের গোপন অভিসার। পাড়া-পড়শিরাও জেনে গেল ব্যাপারটা। তো একদিন কৃষক মারা গেল। আর যুবকটি বিয়ে করে ফেলল বড় বউকে। সবাই অবাক! ছোট বউয়ের সঙ্গে প্রেম করে বড় বৌকে বিয়ে করার কারণ কী ? তখন যুবক সবাইকে বলল 'পর-পুরুষকে ঝাঁটা মারতে পারে এমন বউ'ই তো দরকার।

এক গ্রামের অল্প বয়সের এক কুমারী মেয়ে হঠাৎ করে প্রেগনেন্ট হয়ে গেল। মুরব্বিরা একত্র হয়ে আলোচনা করে প্রথম অপরাধ হিসেবে তাকে মানা করে দিয়ে বলল, ভবিষ্যতে আর এ ধরনের ভুল করবে না।

বছর খানেক পর সে আবার প্রেগনেন্ট। এবার তাকে হালকা শাস্তি দিয়ে হুঁশিয়ার করে দেয়া হলো। কিন্তু কী আশ্চর্য! বছর না যেতেই সে আবার প্রেগনেন্ট! এবার আর মানা করা যায় না। মুরব্বিরা তাকে নিয়ে বসলেন, জিজ্ঞেস করলেন— তোমার সমস্যাটা কী ? বারবার সাবধান করার পরও কেন দুর্ঘটনা ঘটছে ?

আমি যে কাউকে না বলতে পারি না!

স্কুলের প্রথম সেক্স লেসনের ক্লাস হবে আজ টনিদের। ক্লাস শেষে বাড়ি ফেরার পর মা-বাবা জানতে চাইলেন, টনি, তোমার ক্লাস কেমন হলো ?

হতাশ গলায় টনি বলল, ওহ, পুরো সময়টাই বেকার! আজ শুধু থিওরি হয়েছে।

নিয়মিত ব্রোথেলে যাতায়াতকারী মরিসন হঠাৎ করে বিয়ে করে ফেলল। স্ত্রীর সাথে প্রথম রাত্রিযাপনের পরই সে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুটির কাছে গিয়ে কাঁদতে শুরু করল। বন্ধুটি জানতে চাইল, কী হয়েছে ?

তুমি তো জানো আমার সেই অভ্যাসটির কথা। বরাবরের মতো ঘুম থেকে উঠে ওকে একটি একশ' টাকার নোট দিলাম।

তাতে কী হয়েছে ? অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করে তাকে বর্তমান নিয়ে সুখী হতে বলো।

এরিসন রেগে বলল, সমস্যা তো সেটা না। আমার স্ত্রী আমাকে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট ফিরিয়ে দিয়েছে।

স্ত্রী স্বামীকে বলল, তুমি কি বলতে পার সত্য এবং বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য কী ?

একটু ভেবে নিয়ে স্বামী বলল, নিশ্চয়ই পারি। যেমন, বব তোমার ছেলে এটা সত্য। আর বব আমার ছেলে এটা একটা বিশ্বাস।

এক লোক প্রতিদিন অফিসে যাওয়ার সময় রসিকতা করে স্ত্রীকে বলে, বিদায় ওগো চার সন্তানের মা।

একই কথা প্রতিদিন শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে একদিন স্ত্রী বলল, টাটা, ওগো দু'সন্তানের বাবা।

চৌদ্দটি সন্তান জন্ম দিয়ে হুলস্থুল সংসার পেতে বসেছেন এক দম্পতি। থাকেন তেতলা বাড়ির দোতলায়। একদিন ফ্যামেলি প্ল্যানিং-এর এক লোক এসে বলল, এ কেমন কথা! এই যুগে এতগুলো সন্তান কী করে হলো ?

গভীরভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাসী স্ত্রী ছাদের দিকে আঙুল তুলে বলল, উপরে একজন আছে, এ তারই দান।

ফ্যামেলি প্ল্যানিং-এর লোকটি তেতলায় গিয়ে একজন অবিবাহিত যুবককে পেয়ে দ্রুত তার ভ্যাসেক্টমি করিয়ে ফেলল।

ধনকুবের এক কৃপণ বৃদ্ধ সুন্দরী এক তরুণীকে বিয়ে করে বুঝতে পারল স্ত্রীর খরচের হাত খুবই লম্বা। সঞ্চয়ে উৎসাহী করার জন্য বৃদ্ধ একদিন একটা ছোট বাক্স স্ত্রীকে উপহার দিয়ে বলল, প্রিয়তমা, তুমি যতবার আমাকে চুমু দিতে দেবে

আমি ততবার এই বাক্সে এক ডলার করে রাখব। মাস শেষে বাক্স খোলার পর যা পাওয়া যাবে তার সব তোমার। তুমি ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারবে। বলে বৃদ্ধ চাবিটা নিজের হাতে নিয়ে নিল।

ব্যাপারটা তরুণী স্ত্রীর খুব পছন্দ হলো। সে রাজি হয়ে গেল। বৃদ্ধও চুম্বনের বিনিময়ে ঘনঘন ডলার ফেলতে লাগল বাক্সে।

মাস শেষে বাক্স খোলা হলো। দেখা গেল শুধু ডলার নয় পাউন্ডও আছে বাক্সে। বিস্মিত বৃদ্ধ জানতে চাইলে স্ত্রী বলল, সবাই তো আর তোমার মতো কিপটে নয়!

সেনাবাহিনীর উপর এক পুলিশের খুব রাগ ছিল। একদিন এক সেনা সদস্যকে কাছে পেয়ে তাকে অপমান করার জন্য বলল, শুনেছি সেনাবাহিনীর জওয়ানরা বছরের পর বছর দেশের সীমান্তে কাটায়, কিন্তু তারপরও তাদের স্ত্রীরা সে সময় গর্ভবতী হয়। কথাটা কি ঠিক ?

হ্যাঁ ঠিক।

এইসব রেডিমেড সন্তানদের নিয়ে তোমরা কী করবে ?

ওদের আমরা পুলিশে ভর্তি করিয়ে দিই।

ছোট ছেলে টম নুডিস্ট কলোনির বেড়ার ফাঁক দিয়ে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছে। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল একজন। জিজ্ঞেস করল, কী, ভিতরে কী দেখতে পাচ্ছ, পুরুষ না মহিলা ?

তোমাকে যদি ছোট একটা চুমু খেতে চাই তাহলে তোমাকে কী দিতে হবে ?

সামান্য একটু ক্লোরোফর্ম!

এক ইংরেজ সাহেবের লিভার খারাপ হয়ে গেলে আরেক ইংরেজ ডাক্তার তাকে গাধার দুধ খেতে বললেন। ইংরেজ সাহেব তার আরদালিকে টাকা দিয়ে একটা গাধা কিনে আনতে বললেন। আরদালি একটা পুরুষ-গাধা কিনে আনল। সাহেব গাধা দেখে বললেন— শোনো আরদালি, তুমি আমার মতো গাধা না এনে, মেম সাহেবের মতো গাধা আন।

গ্রামের এক লোক তার গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে শহরে এসেছেন ডাক্তার দেখাতে।

ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে স্ত্রীকে দেখার পর বললেন, আপনার স্ত্রী গর্ভবতী হয় নি। পেটে গ্যাস হয়েছে।

লোকটি ডাক্তারের উপর ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে বলল, ফাজলামি পেয়েছেন! আমি কি একটা পাম্পার নাকি ?

সুন্দরী এক মহিলার সঙ্গে তার স্বামীর ডিভোর্স হয়ে গেছে। সে তার বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ করছে, আমাদের যা কিছু ছিল সব আমরা সমান দুই ভাগ করে নিয়েছি। যেমন— আমাদের চার ছেলেমেয়ের দু'জন নিয়েছে সে আর দু'জন নিয়েছি আমি।

বান্ধবী প্রশ্ন করল, আর সম্পত্তি ?

মহিলা বলল, সম্পত্তি সব আমি আর ওর উকিল সমান দুই ভাগ করে নিয়েছি।

তিন সহযাত্রী দূরপাল্লার ট্রেনে যাচ্ছেন।

প্রথম যাত্রী বললেন, আমি একজন বিবাহিত রিটায়ার কর্নেল, আমার দুই ছেলে। দু'জনই ডাক্তার।

দ্বিতীয় যাত্রী বললেন, আমিও একজন বিবাহিত রিটায়ার কর্নেল, আমার দুই ছেলে। দু'জনই ইঞ্জিনিয়ার।

তৃতীয় যাত্রী একটু চুপ থেকে বললেন, আমারও দুই ছেলে। দু'জনই কর্নেল, বলে আবারও একটু থামলেন তিনি। তারপর বললেন, তবে আমি অবিবাহিত।

নব্য প্রেমিক-প্রেমিকা কথা বলছে।

প্রেমিকা : আজ কী করা যায় বলো তো ?

প্রেমিক : চল লংড্রাইভে বের হই।

প্রেমিকা : দেখ আবার নির্জন জায়গায় গিয়ে বলবে না তো যে গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে, তারপর আবার জড়িয়ে বলবে না তো তোমার ভয় করছে, শেষে আবার চুমু খাবার চেষ্টা করবে না তো ?

প্রেমিক : ছি ছি! না না, এমন কিছুই করব না।
প্রেমিকা : ও ইয়ে... আমার একটু কাজ আছে আজ, যেতে পারব না।

Girls are so.

ছোট্ট ছেলে রানা তার সদ্য বিয়ে হওয়া বোনের বাড়ি বেড়াতে গেছে। হৈচৈ করে সে নব-দম্পতির জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল। আপা সহ্য করে যাচ্ছিলেন কিন্তু দুলাভাই এক পর্যায়ে তার কান মলে দিলেন।

কানমলা খেয়ে সে একটুও কাঁদল না, হৈচৈও করল না। শুধু সন্ধ্যারাতে চুপিচুপি আপার ঘরে ঢুকে কুইনিন বড়ি গুঁড়া করে সযত্নে আপার ফেস পাউডারের সঙ্গে মিশিয়ে দিল।

আদালত অভিযোগকারীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অভিযোগ কী ?

অভিযোগকারী বললেন, হুজুর আমার বড় কষ্ট!

কী কষ্ট ?

অফিস থেকে বাড়ি ফিরে কলিংবেল টিপলে প্রতিদিন আমার স্ত্রী দরজা খুলতে খুব দেরি করে।

এতে এত কষ্টের কী হলো ?

তারপর শুনুন না হুজুর, ঘরে ঢুকে আলমারি খুলে যখন অফিসের জামা-কাপড় রাখতে যাই দেখি কোনো না কোনো লোক লুকিয়ে আছে।

আদালত সহানুভূতিশীল কণ্ঠে বলল, এ রকম হলে কষ্ট হওয়ারই কথা।

কষ্ট হবে না হুজুর, প্রত্যেকটা দিন অফিস থেকে ফিরে জামা-কাপড় রাখার জায়গা পাই না। টেবিলের উপরে, চেয়ারের গায়ে রাখতে হয়। নিজের আলমারি থাকতে এত কষ্ট কি সহ্য হয়, আপনিই বলুন হুজুর!

ইরা : না, এর একটা বিহিত করতেই হবে।
নীলা : কেন, কী হয়েছে ?
ইরা : গতকাল রাতে স্বপ্নে দেখলাম আমার স্বামী একজন অভিনেত্রীকে চুমু খাচ্ছে।
নীলা : ব্যাপারটা তো ঘটেছে তোর স্বপ্নের মধ্যে।
ইরা : আমার স্বপ্নের মধ্যেই যদি ও চুমু খেতে পারে তাহলে দেখ ওর স্বপ্নের মধ্যে কী না কী করে বেড়াচ্ছে!

নামকরা এক কমেডিয়ানের স্টেজ শো হচ্ছে। কমেডিয়ান তার ডান হাতটা প্যান্টের ডান পকেটে ঢুকিয়ে দর্শকদের উদ্দেশে বলল, বলুন তো আমি কী ধরেছি ?

দর্শকদের মাঝে একটা ছি-ছি রব উঠল। কমেডিয়ান তখন পকেট থেকে একটা চাবির রিং বের করে এনে বলল, যা ভেবেছেন তা নয়। এই দেখুন চাবির রিং। হাততালি দিয়ে সবাই এবার কমেডিয়ানকে স্বাগত জানাল।

এরপর কমেডিয়ান তার বাম হাতটা বাম পকেটে ঢুকিয়ে বলল, বলুন তো এবার আমি কী ধরেছি ?

দর্শকদের মাঝ থেকে কেউ বলল, রুমাল, কেউ বলল মানিব্যাগ, কেউ বলল কয়েন...।

কমেডিয়ান তখন শূন্য হাতটা বের করে বলল, হলো না। আগে যা ভেবেছিলেন, এবার সেটাই ধরেছিলাম।

জমজমাট এক ডান্স পার্টি। এক ঝলমলে চুলের সুন্দরী এক তরুণীর দিকে এগিয়ে গিয়ে একজন বলল, চুলের যত্নে তুমি কী কর ?

তরুণী বলল, সপ্তাহে তিন দিন স্যাম্পু করি, একদিন ডিম দিই, একদিন মেহেদি মাখি। নিয়মিত আঁচড়াই... এই তো।

আর মাথার চুলের যত্নে ?

পুলিশের চাকরির সাক্ষাৎকার (মৌখিক পরীক্ষা) চলছে।

প্রশ্নকর্তা : তুমি যদি ঘরে ফিরে দেখ একজন সম্পূর্ণ অচেনা লোক তোমার বেডরুমে বসে আছে তাহলে তুমি কী করবে ?

মহিলা প্রার্থী : তাকে বের হয়ে চলে যাওয়ার, জন্য আটচল্লিশ ঘন্টা সময় দেব।

স্ত্রী : কে ফোন করেছিল ?
স্বামী : হবে কোনো পত্র-প্রেমিক। জিজ্ঞেস করল গাধাটা এখনো বাসায় আছে কিনা!

রোগী : আমি তোমাকে ভালবাসি লিভা... আমি সুস্থ হয়ে ফিরে যেতে চাই না।
নার্স : তোমার এ আশা নিশ্চয় পূরণ হবে। আমাকে চুমু খেতে কাল যে ডাক্তার তোমাকে দেখেছে, সে-ও আমাকে ভালোবাসে।

তরুণী ভাড়াটেকে বাড়িওয়ালী বলল, তুমি কি কাল রাতে তোমার ঘরে এক পুরুষের চিত্তবিনোদন করেছ ?
তরুণী বলল, দেখুন, আমি নিশ্চিত করে বলি কীভাবে ? কিন্তু হ্যাঁ, আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি।

মেয়ে : তুমি আবার আমাকে ওভাবে চুমু খাও, তবে চিরজীবনের জন্য আমি তোমার হয়ে যাব...।
ছেলে : সাবধান করে দেবার জন্য ধন্যবাদ।

লিপস্টিক কেনার জন্য স্বামীর কাছে টাকা চাইল স্ত্রী।
স্বামী বিরক্ত হয়ে বলল, তোমার লিপস্টিক কিনতে কিনতেই তো ফতুর হয়ে যাব!
স্ত্রী হেসে বলল, হলে আমি কী করব! অর্ধেক তো তোমার পেটেই যায়!

মেয়ে : দেখবে কাল ডাক্তার আমার শরীরের কোথায় ইঞ্জেকশন দিয়েছিল ?
ছেলে : (অতি উৎসাহী) অবশ্যই, কোথায় ?
মেয়ে : ঐ যে ঐ হাসপাতালটায়।

এক লোকের স্ত্রী বিয়ের পাঁচ মাসের মধ্যে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিল। বিস্মিত স্বামী ডাক্তারের কাছে গিয়ে জানতে চাইল, এটা কী করে সম্ভব ?
ডাক্তার সাহেব ছিলেন আবার ঐ স্ত্রীর আত্মীয়। তিনি বললেন, চিন্তা করবেন না, প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে এমন কখনো কখনো ঘটে, ভবিষ্যতে আর কখনো ঘটবে না।

ছেলে : মা। বাবা কি খুব লাজুক ?
মা : হ্যাঁ, উনি লাজুক না হলে তোমার বয়স আরো ছ'বছর বেশি হতো।

সমুদ্রতীরে এক সুন্দরী কাপড় ছাড়ছিল একে একে। একটু দূরে এক তরুণ পুলিশ খেয়াল করছিল তাকে। মেয়েটি যখন শুধু মাত্র ব্রা আর পেন্টি পরে সমুদ্রে নামতে যাবে তখন পুলিশ গিয়ে আটকাল।
এখানে সাঁতার কাটতে নামা নিষেধ।
সেটা যখন কাপড় খুলছিলাম তখন বললেন না কেন ?
সাঁতার কাটা নিষেধ, কাপড় খোলা তো নিষেধ না।

ফুটপাতে বসে কাঁদছিল এক ছোট্ট ছেলে। পাশ দিয়ে এক বৃদ্ধ যাচ্ছিলেন। ছেলেটিকে দেখে তার খুব মায়া হলো।
কী বাবা, কাঁদছ কেন ?
কাঁদছি কারণ বড়রা যা করতে পারে আমি তা করতে পারি না।
বাচ্চার কথা শুনে বৃদ্ধটিও ছেলেটির পাশে বসে কাঁদতে শুরু করল।

এক বিখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট মারা গেছে, তার সম্মানে তার কবরটা খোঁড়া হলো অনেকটা হার্টের মতো করে। হার্টের মতো করে কাটা কবরে কফিন নামানো হচ্ছে। এ সময় হঠাৎ এক লোক হেসে উঠলেন।
কী ব্যাপার ? আপনি হাসলেন যে ?
না, আমিও একজন বিখ্যাত ডাক্তার...আমার কবরটা কেমন হতে পারে ভেবে হাসছি।
আপনি কিসের ডাক্তার ?
আমি একজন গাইনোকলোজিস্ট।

দুই বান্ধবীর আলাপ চলছে— ছেলেটার কত বড় সাহস আমায় চুমু খায়!
তাকে বকে দিলেই পারিস।
প্রতিবারই তো দিই।

তুমি এমন করে চুমু খেতে শিখলে কোথায় বল তো ?
বিডিআর-এ থাকার সময় বিউগল বাজাতাম যে!

বিদেশ থেকে দু'বছর পর বাড়ি ফিরে হাসান দেখল তার বউয়ের কোলে ছয় মাসের একটা বাচ্চা।
হাসান বউকে বলল, এটা কার বাচ্চা ?
কার আবার, আমার।
কী ? বলো, কে আমার এ সর্বনাশ করেছে ?
বউ চুপ।
বলো কে সে ? নিশ্চয়ই আমার বন্ধু কাওসার হারামজাদা ?
না।
তাহলে নিশ্চয়ই শয়তান জামিল ?
না।
তাহলে বজ্জাত আরিফ ?
না, তাও না।
তাহলে কে সে ?
তুমি শুধু তোমার বন্ধুদের কথাই বলছ, আমার কি কোনো বন্ধু থাকতে পারে না ?

বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই আদালতে হাজির। হাকিম একটা মিটমাটের প্রাথমিক চেষ্টা করলেন।
প্রথমে স্বামীকে প্রশ্ন করলেন; আপনি কী জন্যে বিচ্ছেদ চাচ্ছেন ?
আমি চেয়েছিলাম ছেলের বাপ হতে, অথচ ও দুবারই মেয়ে প্রসব করল।
স্ত্রী হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন— মরদের মুরদ তো ঢের দেখেছি। তোমার ভরসায় থাকলে মেয়ে দু'টিও দুনিয়ার মুখ দেখত না।

এক সার্জন সারাজীবন সারকামসেশন করেছেন। কিন্তু অভ্যাস বসে চামড়াগুলো সব তিনি ফর্মালিনে জমিয়ে রাখতেন। তো রিটায়ারমেন্টের পর তিনি সব চামড়া এক মুচিকে দিলেন একটা কিছু বানিয়ে দিতে পারবে কিনা। মুচি বলল, পারবে,

সপ্তাহখানেক পরে যেন উনি আসেন। সপ্তাহখানেক পর সার্জন গেলেন মুচির কাছে। মুচি একটা মানিব্যাগ বের করে দিল।
সার্জন হতাশ, সে কী এত চামড়া দিয়ে সামান্য একটা মানিব্যাগ ?
মুচি তখন বলল, স্যার এটা সাধারণ মানি ব্যাগ নয়, ঝাঁকি দিন দেখবেন একটা ব্রিফকেস হয়ে যাবে।

বলো তো মুরগির ব্রেস্ট নেই কেন ?
মোরগের হাত নেই বলে।

মেয়েদের মাসিক আর বেতনের মধ্যে মিল কোথায় ?
দুটাই মাসের শুরুতে শুরু হয় এবং তিনদিনেই শেষ হয়ে যায়!

জাজ : কেন ডিভোর্স চাচ্ছেন ?
স্ত্রী : আমার ধারণা আমার স্বামী বিশ্বস্ত নয়।
জাজ : কেন এ ধারণা হলো ?
স্ত্রী : কারণ আমার ধারণা আমার সন্তানের পিতা সে নয়।

বলো তো ইন্টারকোর্সের সময় ছেলে না মেয়ে কে বেশি আনন্দ পায় ?
অবশ্যই মেয়ে।
কেন ?
যখন কাঠি দিয়ে কান খোঁচাও আরামটা কোথায় লাগে, কানে না কাঠিতে ?

উদ্দাম পার্টি শেষে মাথাব্যথার কারণে স্ত্রী একাই বাড়ি ফিরে এলেন। এসে দেখেন বাসার পুরুষ চাকর সোফায় বসে টিভি দেখছে। তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন— আব্দুল, আমার গাউনটা খোল। আব্দুল খুলল।

এবার শাড়িটা খোল। আব্দুল খুলল।
এবার আমার অন্তর্বাসটা খোল। আব্দুল খুলল।
আমার মোজাটাও খোল। আব্দুল খুলল।
এরপর কখনো যদি দেখি আমার কাপড়-চোপড় পরে তুমি সোফায় বসে এভাবে টিভি দেখছ তাহলে তোমার চাকরি চলে যাবে।

আশি বছরের বুড়ো হঠাৎ চেঁচাচ্ছে। বৃদ্ধ স্ত্রী জানতে চাইল, কোথায় চলেছ ?
ডাক্তারের কাছ থেকে ভায়াগ্রার প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে আসি।
তাহলে আমিও আমার ডাক্তারের কাছ থেকে টিটেনাসের ইনজেকশনটা নিয়ে আসি।

এক বড় চাষীর মেয়েকে বিয়ে করার জন্য ঘটক এক দিনমজুরকে প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাব শুনে দিনমজুর বলল, আমাকে কয়েকটা দিন সময় দিন, কিছু টাকা-পয়সা রোজগার করে নিই।
টাকা-পয়সা রোজগারের চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। সব সম্পদের মালিক তো তুমিই হবে। এমন কি বাপ হওয়ার জন্যও তোমার পাঁচ মাসের বেশি অপেক্ষা করতে হবে না

স্ত্রী : প্রত্যেক দিন পাশের বাসার ছেলে-মেয়ে দুটিকে দেখি বিদায় নেবার সময় পরস্পরকে চুমু খায়, তুমি ওরকম কর না কেন?
স্বামী : তুমি তো মেয়েটিকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও নি।

স্ত্রী : চুলের গোড়া শক্ত হওয়ার তেলটা এনেছ ?
স্বামী : হ্যাঁ, তুমি বলেছ আর আমি না এনে পারি ? এই নাও।
স্ত্রী : না, তোমার কাছেই রাখ। তোমার অফিসের ওই রিসেপশনিস্ট মেয়েটাকে দিও। ওর মাথার চুল আজকাল প্রায়ই তোমার জামায় আটকে থাকে।

প্রথম বন্ধু : আমি আমার স্ত্রীর সাথে বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করি নি। তুমি করেছিলে ?
দ্বিতীয় বন্ধু : ঠিক মনে করতে পারছি না। ও তোমার স্ত্রীর নামটা যেন কী ?

স্ত্রী তার স্বামীর অফিসে ফোন করল। রিসেপশনিস্ট জানাল, উনি তো এই মাত্র উনার স্ত্রীর সঙ্গে একটু বাইরে গেলেন।
সে ক্ষেত্রে উনি ফিরলে বলবেন, উনার সেক্রেটারিকে যেন একটু কল ব্যাক করেন। স্ত্রীর উত্তর।

পুলিশ : মাফ করবেন, আমি জানতাম না যে, পার্কের এই অন্ধকার কোনায় আপনি যে মহিলাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছেন উনি আপনার স্ত্রী।
ভদ্রলোক : না না, এতে মাফ চাওয়ার কী আছে ? আপনি টর্চের আলো আমাদের উপর ফেলার পরই জানতে পারলাম যে, ও আমার স্ত্রী।

প্রেমিকার বাড়িতে বেড়াতে এসে প্রেমিক দেখে বাড়ি খালি, শুধু প্রেমিকার ছোট ভাই আছে। তার হাতে বিশটা টাকা দিয়ে বলল, যাও সিনেমা দেখে আস।
মাত্র বিশ টাকা, অন্যরা তো পঞ্চাশ টাকার নিচে দেয় না।

এক বিবাহিত তরুণী তার বান্ধবীর সাথে গল্প করছিল, এখন আমাকে আরো বেশি সাবধান থাকতে হবে যাতে আমি গর্ভবতী হয়ে না পড়ি।
কিন্তু তোমার স্বামী তে ভ্যাসেকটমি করিয়ে নিয়েছে।
সে জন্যই তো আরো বেশি সতর্ক থাকতে হবে।

মেয়ে কেঁদে বলল, বাবা, শোভন আমাকে ঠকিয়েছে, আমি মা হতে চলেছি। বাবা রেগে আগুন হয়ে শোভনের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন।
তোমাকে আমি খুন করব।

শোভন শান্ত গলায় বলল, শুনুন উত্তেজিত হবেন না, যদি আপনার মেয়ের ছেলে হয় তাহলে পঁচিশ হাজার টাকা দিব আর মেয়ে হলে পাবেন পঞ্চাশ হাজার টাকা।

বাবা সাথে সাথে শান্ত হয়ে গেলেন। নিচু স্বরে বললেন, আর যদি এবরশন হয়ে যায় তাহলে তুমি ওকে আরেকটা সুযোগ দিবে তো বাবা ?

দুই বান্ধবী আলাপ করছে, আমি ডাক্তারকে বলেছি যে, আজ সন্ধায় যখন উনি আমাকে পরীক্ষা করবেন তখন যেন নার্সকে সাথে রাখেন।

কেন, একা অবস্থায় তুমি ডাক্তারকে বিশ্বাস করতে পারছ না ?

তা পারছি, কিন্তু ওয়েটিং রুমে আমার স্বামীর সঙ্গে একা নার্সকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

তুমি জোচ্চর ...তুমি এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও।

সে কী ডার্লিং, এই গতকালও বললে, তুমি আমার শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি এমন কি আমার মাথার চুলগুলোকেও ভালবাসো...।

হ্যাঁ, তবে তোমার কোটে অন্য কোনো মেয়ের চুলকে নয়।

অধূমপায়ী স্বামী অবেলায় অফিস থেকে ফিরে দেখেন ছাইদানিতে একটা বিরাট কালো সিগারেট থেকে ধোঁয়া উড়ছে। স্বামী গর্জন করে উঠলেন— এটা কোত্থেকে এলো ?

একটু পর বাথরুম থেকে চাপা গলায় শোনা গেল, কিউবা।

অফিস থেকে বাড়ি ফিরে স্বামী স্ত্রীকে সোফায় চাকরের সাথে অন্তরঙ্গভাবে বসে থাকতে দেখল। খুব রাগ হলো তার। কিন্তু পত্নীকে ডিভোর্স করাও মুশকিল আবার ভালো চাকর পাওয়াও মুশকিল। শেষে অনেক ভেবে-চিন্তে স্বামী সোফাটাই বেচে দিলেন।

সুন্দরী এক মেয়ে, এক তরুণ উল্কি আঁকিয়ের কাছে গেল পায়ে উল্কি আঁকাতে। তরুণটি আঁকতে শুরু করল। আর একটু পরপর বলতে লাগল আপনার স্কার্টটা আরেকটু ওপরে উঠান। বারবার স্কার্ট ওঠাতে ওঠাতে বিরক্ত তরুণী জানতে চাইল, আপনি কী আঁকছেন পায়ে ?

জিরাফ।

বিচারক : আপনি ডিভোর্স চাইছেন কেন ?
স্বামী : কারণ আমার বউ গত দু'বছর যাবৎ আমার সঙ্গে কথা বলে না।
বিচারক : সে কী! এই না বললেন, গত মাসে আপনাদের একটা বাচ্চা হয়েছে ?
স্বামী : বাচ্চার জন্ম দিতে তো কথা বলতে হয় না।

নির্দিষ্ট সময়ের আগে বাড়ি ফিরে দুধওয়ালার সঙ্গে নিজের স্ত্রীকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে স্বামী চেঁচিয়ে উঠলেন– ছি- ছি! দুধ ওয়ালার সঙ্গে সময় নষ্ট করছ আর ওদিকে বাড়িওয়ালা ছ' মাসের ভাড়ার জন্য তাগাদা দিচ্ছে।

এক ব্যবসায়ী চট্টগ্রাম থেকে টেলিগ্রাম করে ঢাকায় স্ত্রীকে জানালেন পরের ট্রেনে ফিরছেন। কিন্তু যথাসময়ে বাড়ি ফিরে দেখেন স্ত্রী পর-পুরুষের সঙ্গে বিছানায় শুয়ে। সঙ্গে সঙ্গে স্বামী সিদ্ধান্ত নিলেন ডিভোর্সের। খবর পেয়ে স্ত্রীর বাবা ছুটে এলেন। বললেন, জামাই বাবা আগেই কোনো সিদ্ধান্তে যেও না। আগে আমার মেয়ের ব্যাখ্যাটা শুনি, তারও নিশ্চয়ই কিছু বলার আছে। স্বামী রাজি হলেন। দু'দিন পর শ্বশুর জামাইকে জানালেন— জানতাম মুনার একটা না একটা ব্যাখ্যা থাকবেই। ও আসলে তোমার টেলিগ্রামটা পায় নি...।

ছেলের জড়তা কাটাতে মা ছেলেকে বললেন– যাও তো বাবু, তোমার নতুন গভর্নেসকে একটা চুমু দিয়ে আস।

হুঁ, তারপর বাবার মতো একটা চড় খাই আর কী!

খদ্দের : তোমাদের মতো মেয়েদের কখনো বাচ্চা হয় ?
পতিতা : তা না হলে তুমি এলে কোন জাহান্নাম থেকে ?

বাড়ির যুবতী কাজের মেয়ের কাছে দুঃখের কথা বলছেন বাড়ির গিন্নি— দুঃখের কথা কী আর বলব তোকে! আমার স্বামী তার অফিসের মহিলা সেক্রেটারির প্রেমে মজেছে।
কী বললেন! আপনার কথা সত্যি হলে আমিও তাকে ছাড়ব না কিন্তু!

এক গোবেচারা কেরানি একদিন অসময়ে বাড়ি ফিরে দেখে, তার স্ত্রী অন্য এক পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সময় কাটাচ্ছে। রাগে সে আগন্তুকের ছাতাটা ভেঙে দু'টুকরো করে ফেলল। তারপর চেঁচিয়ে বলল, এবার আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামুক তারপর দেখি হারামজাদা বাড়ি যায় কীভাবে!

বিয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে স্বামী-স্ত্রী কথা বলছে।
তোমার মনে আছে বিয়ের প্রথম দিনে তুমি কী করেছিলে ?
তোমার গালে কামড় দিয়েছিলাম।
সে দিন কি আর ফিরে পাব ?
কেন নয়, দাঁড়াও বাথরুম থেকে দাঁতটা লাগিয়ে নিয়ে আসি।

সুন্দরী এক মহিলা থানায় গিয়ে অভিযোগ করল, ওসি সাহেব, আমার স্বামী বাজারে গিয়ে আর ফিরে আসে নি।
আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি যান, আমি বাজার নিয়ে আসছি।

একজন জেনারেল, একজন কর্নেল আর একজন মেজরের মধ্যে তর্ক চলছে—
জেনারেল : সেক্সের ষাট ভাগ পরিশ্রম আর চল্লিশ ভাগ আনন্দ।
কর্নেল : সেক্সের পঁচাত্তর ভাগ পরিশ্রম আর পঁচিশ ভাগ আনন্দ।

মেজর : সেক্সের নব্বই ভাগই পরিশ্রম আর মাত্র দশ ভাগ আনন্দ।
এ সময় এক জোয়ান এলো তাদের কাছে কোনো কাজে। তখন জেনারেল প্রস্তাব করলেন, ঠিক আছে ঐ জোয়ানের কাছে জানা যাক সে কী বলে, অন্যরা রাজি হলো। তখন সেই জোয়ানের কাছে জানতে চাওয়া হলো সে কী ভাবছে এ ব্যাপারে।
জোয়ান : সেক্সের পুরোটাই আনন্দ, কোনো পরিশ্রম নেই।
তিনজন এক সঙ্গে বলে উঠল, কী করে তুমি এ সিদ্ধান্তে এলে ? তখন জোয়ান বলল, স্যার কাজটা পরিশ্রমের হলে তো আমাকেই করতে দিতেন, আপনারা করতেন না।

স্বর্গে এক মহিলা তার স্বামীর খোঁজে এসেছে। দারোয়ান আটকাল।
আমার স্বামী টমের খোঁজে এসেছি।
কিন্তু টম নামে তো অনেকে আছে। তুমি তার সম্পর্কে আর কিছু বলবে ?
উনি মারা যাওয়ার সময় বলেছিলেন, আমি অবিশ্বাসী হলে উনি কবরের মধ্যে পাশ ফিরবেন।
ও, আপনি লাট্টু টমের কথা বলছেন ?
লাট্টু টম মানে ?
ও কবরের মধ্যে সমসময় লাট্টুর মতো ঘোরে।

স্বামী : বাড়িওয়ালা হঠাৎ আমাদের বাড়িভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে।
স্ত্রী : হঠাৎ বিনা নোটিশে ?
স্বামী : উনি বললেন, ঘরটা নাকি কমার্শিয়াল পারপাসে ইউজ হচ্ছে।

জামিল বাড়ি ফিরে এসে দেখে, তার স্ত্রী পাশের বাসার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে এক বিছানায়। ভদ্রলোক কোনো কথা না বলে সোজা ভদ্রলোকের বাসায় গিয়ে তার স্ত্রীকে বললেন— আসুন, দেখে যান আপনার স্বামী আমার স্ত্রীর সঙ্গে কী করছে!
আপনি কি ওদের এ কাজের প্রতিশোধ নিতে চান ?
অবশ্যই!
তাহলে আপনি এখনি ভেতরে চলে আসুন।

আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না মিতা, তবে তোমার সব উপহারগুলো ফিরিয়ে দিব।

কিন্তু আমি যে কয়েক হাজার চুমু দিয়েছিলাম তার কী হবে ?

সেগুলোও ফেরত দিব, চাইলে ইন্টারেস্টসহ।

লিলি, তোমাকে যখন চুমু খাচ্ছিলাম, তোমার ছোট ভাই দেখে ফেলেছে। কী করি বলো তো ?

সবাই তো ওকে বিশ টাকা করে দেয়।

একটা বড় টানেলের ভেতর দিয়ে ট্রেনটা বেরিয়ে আসার পর প্রেমিক প্রেমিকাকে বলল, ইস, আগে যদি জানতাম টানেলটা এত বড় তাহলে জমাট একটা চুমু খেতাম। প্রেমিকা অবাক হয়ে বলল, সেকী তুমি নও ? তবে কে দিল ?

প্লেনের লকেট পরে এক লো কাট সুন্দরী পার্কে হাঁটছিল। এক যুবক সেটা উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখছিল। মেয়েটি বলল, কী প্লেন দেখছেন ?

না, রানওয়ে দেখছি।

এক বৃদ্ধ লোক বারে বসে মদ্যপান করছিল। মাতাল হয়ে সে পাশের লোকটিকে বলল, তুমি জান আমি তোমার মায়ের সঙ্গে শুয়েছি!

পাশের লোকটি তখন বলল, বাবা তুমি বেশি মাতাল হয়ে গেছ, এবার বাড়ি যাও।

উকিল : এটা কী করে সম্ভব যে তোমার দু'বছরের ছেলে আছে অথচ তোমার স্বামী মারা গেছে ছ'বছর আগে ?

স্ত্রী : তাতে কী, আমি তো আর মরি নি।

প্রেমিকের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে প্রেমিকা বলল, তুমি কখনো রুমাল বিক্রি করেছ ?

না তো।

করলে ভাল হতো, ঠিক আছে এই রুমালগুলো রাখ আর আমার কাছে রুমাল বিক্রির অভিনয় কর।

সে কী! কেন ?

ঐ যে আমার স্বামী আসছে।

জলির প্রথম সন্তানের বয়স দু'বছর হয়ে গেল! এখনো দ্বিতীয় সন্তান হলো না!

কী করে হবে! ওর স্বামী বিদেশে চাকরি করতে না গিয়ে দু'বছর ধরে ঘরে বসে আছে।

আচ্ছা বাবা, মা'র সঙ্গে তোমার কোথায় প্রথম দেখা হয় ?

এক পিকনিক পার্টিতে।

সে সময় কি আমি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম ?

পিকনিকে যাবার সময় ছিলে না, তবে ফেরার সময় ছিলে।

বাবা : মামণি এবার ঈদে কী নিবে ?

মেয়ে : একটা ছোট ভাই।

বাবা : ঈদের তো মাত্র এক মাস বাকি! এত তাড়াতাড়ি তো ছোট ভাই আনা যাবে না।

মেয়ে : বেশি লোক লাগিয়ে দাও।

স্বামী : প্রতিবার শেভ করার পর মনে হয় বয়স দশ বছর কমে গেছে।

স্ত্রী : তাহলে রাতে শোবার আগে আরেকবার শেভ কর।

এক কৃপণ লোকের ছেলে সিনেমায় নামার কিছুদিন পর এসেই বলল, কী করে জানি না আমি এক সহঅভিনেত্রীর সন্তানের বাবা হতে চলেছি, পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগবে। কৃপণ বাবা সম্মান বাঁচাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দিল। ক'দিন

পর তার মেয়ে এসে বলল, বাবা আমিও খুব বড়লোকের এক ছেলের সন্তানের মা হতে চলেছি।

কৃপণ বাবা খুশিতে লাফিয়ে উঠে বলল, এবার আমি সুদে আসলে আদায় করব।

অধ্যাপক : বল তো প্রেম শব্দটা বিশেষ্য না ক্রিয়াপদ ?
ছাত্র : স্যার, শুক্রবার রাতে শব্দটা ক্রিয়াপদ হয় আর বাকি দিনগুলোয় বিশেষ্যপদ।

* বাবা : মুনমুন, আজ দেখলাম তুমি ড্রইংরুমে বসে একটা ছেলেকে চুমু খাচ্ছ, ভবিষ্যতে যেন এসব আর না দেখি।
মুনমুন : বাবা তুমি রবারের চটি পরা বন্ধ কর তাহলেই এসব আর দেখবে না।

* মধ্যরাত। নির্জন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এক যুবতী মেয়ে। উল্টোদিকে দাঁড়িয়েছিল এক পাহারাদার। একজন পথচারীকে যেতে দেখে বলল, এই যে ভাই শুনুন।
কী ?
ঐ যে মেয়েটা যাচ্ছে ওকে চুমু খাবার তালে আছেন ?
কই না তো!
বেশ তাহলে লণ্ঠনটা একটু ধরুন তো।

* একটি মেয়ের ডায়েরির পাতা।
সোমবার : আজ আমাদের জাহাজ বারশ' যাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করে।
মঙ্গলবার : জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা হলো। উনি আমাকে আগামীকালের ডিনারে আমন্ত্রণ করেছেন।
বুধবার : আজ ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ডিনার খেলাম। উনি আমাকে একটা

বাজে প্রস্তাব দিয়েছেন। আমি মুখের উপর না বলে দিয়েছি।
বৃহস্পতিবার : আজ ক্যাপ্টেন আমাকে বলেছেন, তার প্রস্তাবে রাজি না হলে বারশ' যাত্রীসহ জাহাজ ডুবিয়ে দিবেন। বারশ' যাত্রীর প্রাণ এখন আমার হাতে।
শুক্রবার : আজ বারশ' যাত্রীর প্রাণ বাঁচালাম।

* বসের ভয়ে সর্বদাই তটস্থ থাকেন এক কেরানি। একদিন সে তার সহকর্মীকে বলল, ভাই আজ আমার শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। কী করি বল তো ?
স্যার তো অফিসে নেই, তুমি বাড়ি চলে যাও।
সহকর্মীর কথায় সাহস করে সে বাড়ি চলে গেল। বাড়ি এসে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে তার বস তার স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সময় কাটাচ্ছে। ভয়ে-আতঙ্কে সে ততক্ষণাৎ অফিসে ফিরে এলো। তার সহকর্মীকে ডেকে বলল, তোমার কথামতো বাড়ি গিয়ে বসের কাছে প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিলাম আর কী!

সাতাশি বছরের এক বৃদ্ধ বিয়ে করলেন এক তরুণীকে। বৃদ্ধ বউকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলেন। পরামর্শ চাইলেন, কীভাবে তাদের সন্তান হবে।
তখন ডাক্তার তাকে একটি গল্প শোনালেন— এক শিকারি একদিন বনে গেলেন বাঘ শিকার করতে। বাঘও চলে এলো একটা। তিনি বন্দুক তুলে নিলেন গুলি করতে, কিন্তু তিনি খেয়াল করলেন যে বন্দুকের বদলে তিনি ভুল করে ছাতা নিয়ে এসেছেন। কী করা, বাধ্য হয়ে ছাতা দিয়েই গুলি করলেন। বাঘও মরল।
কিন্তু এটা অসম্ভব! ছাতা দিয়ে কি আর গুলি করা যায় ? নিশ্চয়ই অন্য কেউ পাশ থেকে গুলি করেছে।
আপনি ঠিকই ধরেছেন।

* স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দীর্ঘদিন ধরে কথা বন্ধ। বিছানাও আলাদা। এক দুপুরে হঠাৎ স্বামী অফিস থেকে ফিরে দেখল, তার স্ত্রী শুয়ে আছে এক অচেনা যুবকের সাথে। স্বামী ভয়ঙ্কর রেগে গিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখন স্ত্রী বলল, আগে

আমার কথাটা শোন।

শোনার দরকার নেই, যা দেখেছি যথেষ্ট দেখেছি, আর শুনতে চাই না।

আহা শোনই না। আমি দুপুরে খেয়ে-দেয়ে একটু শুতে যাচ্ছি এমন সময় এই লোকটি এলো ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে। এক টুকরা রুটি চাইল। আমার খুব মায়া হলো, ওকে ঘরে বসিয়ে খাওয়ালাম। তোমার ব্যবহার করা জামা-কাপড় জুতা দিলাম।

কিন্তু সে আমাদের বিছানায় গেল কীভাবে ?

সে কথাই তো বলছি, সে তখন বলল, আপনার স্বামী ব্যবহার করেন না আর এমন কিছু আছে কিনা, তখন... !

বেশ যাচ্ছিল ট্যাক্সিটা, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

কী, ব্যাপার কী থামলে কেন ?

পেছনের সিট থেকে তরুণ যাত্রীটি জানতে চাইল।

উনি যে বললেন, আস্তে আস্তে! পেছনে বসা তরুণের বান্ধবীটিকে দেখিয়ে বলল ট্যাক্সি ড্রাইভার।

না না চালাও, ও তোমাকে বলে নি।

সুন্দরী তরুণী আদুরে গলায় ডাক্তারকে বলল, ডাক্তার সাহেব ইঞ্জেকশনটা এমন জায়গায় দিন যেন বাইরে থেকে দাগ দেখা না যায়।

ঠিক আছে, সে ক্ষেত্রে আমার ফিসটা আগে দিয়ে দিন।

কেন ?

পরশু আপনার মতন এক সুন্দরী একই কথা বলেছিল, আর তারপর ওর কথা রাখতে গিয়ে আমি এমন কাজের মধ্যে ডুবে গেলাম যে ফিস নেয়ার কথাই ভুলে গেলাম।

বাংলাদেশী দুই স্পেশালিস্ট ডাক্তার গেছে সিঙ্গাপুরে ছুটি কাটাতে। তারা লক্ষ করছিলেন স্কার্ট পরা সুন্দরী ওয়েটারদের।

১ম জন : মেয়েদের পা-গুলো দেখেছেন কী চমৎকার ?

২য় জন : মাফ করবেন, আমি ব্রেস্ট স্পেশালিস্ট।

চিত্রশিল্পী আঁকা শেষ করে মডেলকে চুমু খেল। মডেলটি বলে উঠল, আপনি বোধহয় সব মডেলকেই এভাবে চুমু খান ?

চিত্রশিল্পী : মোটেই না। তুমিই প্রথম।

মডেল : আপনি এ পর্যন্ত কতজন মডেল নিয়ে কাজ করেছেন ?

চিত্রশিল্পী : চারজন, একটা গোলাপ ফুল, একটা পেঁয়াজ, একটা কলা আর তুমি!

মি. এন্ড মিসেস হেনরি। একটা গ্রামের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় মিসেস হেনরি বলল, মনে পড়ে পনের বছর আগে হানিমুন করতে এই পথেই আমরা যাচ্ছিলাম। রাত হয়ে গিয়েছিল বলে পথে একটা পুরনো অব্যবহৃত বাড়িতে আমরা থাকলাম এবং প্রথমবার শারীরিকভাবে মিলিত হলাম।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

ওগো চলনা সে বাড়িটা খুঁজে বের করি!

বেশ চল ।

অবশেষে তারা বাড়িটি খুঁজে বের করল। দু'জনে আবেগাক্রান্ত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল আবার মিলিত হবে ঠিক আগের মতো করেই। উঠোনের বারান্দার বেড়ায় হেলান দিয়ে মি. হেনরি আর মিসেস হেনরি আবার মিলিত হলেন। উত্তেজনাময় ত্রিশ মিনিট পর মিসেস হেনরি বলল— ওহ হেনরি আমি তোমাকে ভালোবাসি, সত্যি তুমি পনের বছর আগের থেকে অনেক বেশি পাগলের মতো ভালোবাসলে।

না বেসে উপায় আছে, এ বাড়িতে তো আগে বৈদ্যুতিক সংযোগ ছিল না।

বিয়ের পঞ্চাশতম বার্ষিকী পালন করছিলেন স্বামী-স্ত্রী। শহরের সবচেয়ে দামি হোটেলে রোমান্টিক ডিনার শেষে স্বামী হঠাৎ স্ত্রীর হাত ধরে বলা শুরু করল, দেখ লিন্ডা, আমাদের প্রথম পাঁচটি সন্তানই দেখতে কারো না কারো মতো। কিন্তু শুধু মাত্র ষষ্ঠজনই কারো মতোই দেখতে হয় নি। আমি সারা জীবন তোমাকে যেমন ভালোবেসেছি বাকি দিনগুলোতেও একইভাবে ভালোবেসে যাব আমি কথা দিচ্ছি। শুধু একবার আমাকে সত্যি করে বল, তার বাবা কি অন্য পাঁচজনের চেয়ে ভিন্ন কেউ ? প্লিজ লিন্ডা। আমি শুধুই জানতে চাচ্ছি। আর কিছু নয়! স্ত্রী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল— তু-তুমি ঠিক ধরেছ।

কে কে তবে তার বাবা ?

তুমি... স্ত্রী জানাল।

বই পড়ে হঠাৎই ছোট্ট জন জানতে পারল যে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্করই অন্তত একটি করে গোপনীয়তা আছে যেটা কোনো মূল্যেই প্রকাশ করতে রাজি নয়। সে মনে মনে ভাবল, তবে এটা নিয়ে খানিকটা মজা করা যাক! সে তার মা'র কাছে গিয়ে বলল, মা আসল সত্যটা কিন্তু আমি জানি! মা চমকে উঠে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ২ ডলার দিয়ে বলল, খবরদার সোনামানিক তোমার বাবাকে বলো না! তারপর জন আরেকদিন তার বাবাকে বলে বসল, বাবা আসল সত্যটা কিন্তু আমি জানি। বাবা চমকে উঠে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ৫ ডলার দিয়ে বলল, খবরদার জাদুসোনা তোমার মাকে বলো না। জন এতে দারুণ মজা পেয়ে গেল। তখনই দেখল তাদের বাড়ির সামনে পোস্টম্যান এসেছে চিঠি বিলি করতে। সে তার কাছেও দৌড়ে গেল। মি. পোস্টম্যান, আসল সত্যটা আমি জানি! পোস্টম্যান তার কথা শুনেই তার ব্যাগ ফেলে দিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে ছলছল চোখে বলে উঠল– তবে আয় বাবা, তোর আসল বাপের কোলে আয়।

একটা কোএডুকেশন আবাসিক কলেজের প্রথমদিনে হেডমাস্টার সবার উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, 'একটি ব্যাপার আমি তোমাদের পরিষ্কার জানিয়ে রাখতে চাই। ছেলেদের হোস্টেলে মেয়েদের আর মেয়েদের হোস্টেলে ছেলেদের ঢোকা আমরা একদম বরদাস্ত করব না। কেউ যদি ধরা পড়ে, তবে প্রথমবার তার জন্য ৩ ডলার ফাইন, ২য় বারে ৯ ডলার আর কেউ যদি ধরা পড়ে তাহলে পুরা ২ ডলার।' এমন সময় হঠাৎ পেছন থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে শোনা গেল, আর সিজন পাসের জন্য কত দিতে হবে ?

দুই জোড়া দম্পতি হানিমুনে এসেছে। তারা পরস্পর পরিচিত। স্ত্রীরা হোটেলে ফিরে গেল। আর স্বামীরা গল্পগুজব করছিল। কিছুক্ষণ বাদে দুই স্বামী যার যার রুমে যাবার জন্য তৈরি হলো। এ সময় কারেন্ট চলে গেল। কোনোরকমে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে যে যার রুমে ঢুকে গেল। একজন স্বামী প্রার্থনায় বসল। শোবার আগে এটা তার অভ্যাস। প্রার্থনা শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই সে দেখতে পেল সে ভুল করে অন্য স্ত্রীর রুমে। লজ্জায় সে সঙ্গে সঙ্গে রুম ত্যাগ করতে যাবে তখন অন্য স্ত্রীটি বলে উঠল, একটু পরে যান, কারণ আমার স্বামীর প্রার্থনা করার অভ্যেস নেই।

প্রেমিক : জান, এই যে অন্ধকার টানেলটা আমরা পার হয়ে এলাম, এটা দুই মাইল লম্বা আর এটা তৈরি করতে খরচ পড়েছে প্রায় দশ কোটি টাকা।

প্রেমিকা : (অবিন্যস্ত পোশাক ঠিক করতে করতে) হুঁ! খরচটা সার্থক হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

১ম বন্ধু : ডাক্তাররা বলেন, চুমু খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তোমার কি বিশ্বাস হয় ?

২য় বন্ধু : কী করে বলি বল, আমি তো কখনো...।

১ম বন্ধু : চুমু খাও নি ?

২য় বন্ধু : না, তা বলছি না। বলছি অসুস্থ হয়ে পড়ি নি।

বাবার পিএস-এর সাথে প্রেম বহুদূর গড়ানোর পর তারা এখন বিয়ের ব্যাপারে ভাবছে।

আচ্ছা, বাবা যদি আমাদের বিয়েটা মেনে নিতে না চান ?

হুহ! যে ঠিকমতো একটা চুমুও খেতে পারে না তাকে আমি থোড়াই পরোয়া করি!

৮ম বিবাহ বার্ষিকীতে এক মহিলার হঠাৎ মনে পড়ল বিয়ের রাতে তার স্বামী তাকে বলেছিল সে যা খুশি করতে পারে। কিন্তু শুধু যেন বিছানার নিচে রাখা কাঠের ছোট বাক্সটা না খোলে। এতদিন ধরে স্ত্রী কখনো সেটা ছুঁয়েও দেখে নি। কিন্তু ৪ বছর এই ব্যাপারে সৎ থাকার কারণে তার কাছে মনে হয়— এখন নিশ্চয়ই সেটা খোলার অধিকার তার হয়েছে। তো একদিন সে বাক্সটা বের করে খুলে দেখে— তার ভেতরে স্বামীর জমানো খুচরো টাকায় মোট তিনশ' ডলার আর চারটে খালি বোতল।

রাতে স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ ডিনার শেষ করার পর সে তাকে জানাল বাক্স খোলার ব্যাপারটা।

সর্বনাশ! তুমি এটা কী করেছ ?

আহা এটাতে রেগে যাবার কী আছে ? কিন্তু চারটা খালি বোতলের অর্থ কী ?

ইয়ে মানে আসলে...বিয়ের পর যতবার তোমার সাথে প্রতারণা করেছি ততবার একটা করে খালি বোতল রেখেছি।

চল্লিশ বছরে মাত্র তিনবার প্রতারণা করার জন্য স্ত্রী কিছু মনে করল না। বলল, ঠিক আছে এ নিয়ে মন খারাপ করো না।

রাতের বেলা দু'জনে ঘুমাতে গেল। তখনই স্ত্রী বলে উঠল, আচ্ছা, ওই বাক্সের টাকাগুলো কিসের ?

ঘুম ঘুম চোখে স্বামী কোনোমতে পাশ ফিরে জানাল, ও কিছু না, যখন বাক্সের ভেতর আর বোতল জায়গা হতো না তখন সব বোতল ফেলে এক ডলার করে রাখতাম।

রাজশাহীর এক ছোট্ট ছেলে পরিবারের সাথে বেড়াতে গেছে সিলেটে। সেখানে তার বন্ধুত্ব হলো আরেক ছোট্ট মেয়ের সাথে। দুজনে সারাদিন চা-বাগান, পাহাড়, টিলায় ছোটাছুটি করে খেলে বেড়াল। তারপর বিকেলে গেল ঝরনার কাছে গোসল করতে। গোসল শেষে পোশাক পরার সময় মেয়েটি আড়চোখে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, আমার জানা ছিল না সিলেট আর রাজশাহীর লোকদের ভেতর এত পার্থক্য!

মলি, নতুন কেয়ারটেকার মহিলাটিকে তোমার পছন্দ হয়েছে ?

একটুও না মা! ওকে দেখলেই আমারও ওকে বাবার মতো জড়িয়ে ধরে কামড়ে দিতে ইচ্ছে করে!

আচ্ছা এ কথা কি সত্যি যে তুই তোর বন্ধুর স্ত্রীর সাথে পালিয়ে বিয়ে করার চিন্তা করেছিলি ?

হ্যাঁ। সেদিন রাতে ওকে নিয়ে পালানোর জন্য ওর বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিলাম।

তাহলে তাকে নিয়ে পালালি না কেন ?

আর বলিস না, বাড়ির মুখেই আমার বন্ধুর সাথে দেখা। সে আমাকে দেখেই খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল, দাঁড়া, তোদের ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি!

দুই লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে মারামারি করছে। আর একটা বাচ্চা দাঁড়িয়ে তা দেখছে। এক পর্যায়ে পুলিশ ছেলেটাকে ধরে জিজ্ঞেস করল– যারা মারামারি করছে তাদের মধ্যে ছেলেটির বাবা কোন জন ?

ছেলেটি জবাব দিল, এটা ঠিক করার জন্যই তো ওরা মারামারি করছে।

এক লোক বিদেশী কোম্পানিতে চাকরির জন্য গেছে। তো তাকে ইন্টারভিউ-এর জন্য এক সাইকিয়াট্রিস্ট-এর কাছে পাঠানো হলো। তো তাকে কিছু স্কেচ কার্ড দেখাল। প্রথমে তাকে দুটো সমান্তরাল রেখা আঁকা কার্ড দেখিয়ে তার মানে জিজ্ঞেস করল। ছেলেটি তখন বলল, এখানে দু'জন নারী-পুরুষ আদিম ক্রিয়ায় লিপ্ত।

এরপর তাকে একটি সরলরেখা সংবলিত কার্ড দেখিয়ে তার মানে জিজ্ঞেস করল।

এটি পুরুষের জননেন্দ্রিয়।

এরপর তাকে একটি ত্রিভুজ অঙ্কিত কার্ড দেখাল।

এটি নারীর...।

তখন সাইকিয়াট্রিস্ট রেগেমেগে বলল, আপনি তো বেশ অশ্লীল। এ চাকরি তো আপনাকে দেয়া যাবে না।

ও, আপনারা অশ্লীল ছবি জমিয়ে রাখেন তাতে দোষ নেই আর আমি বললেই দোষ!

দুই বান্ধবী আলাপ করছে— জানিস লিন্ডার না বিয়ে।

কী বলিস, ও যে প্রেগনেন্ট তাই তো জানতাম না!

গৃহকর্তা তরুণী বুয়াকে ডেকে বলল, তুমি যদি গর্ভবতী হয়ে যাও তাহলে কী করবে ?

বিষ খেয়ে মারা যাব।

(স্বগতোক্তি) গুড !

এক প্রফেসর তার সাইকোলজি ক্লাসে এক ছাত্রীকে প্রশ্ন করল, মানুষের শরীরের কোন অঙ্গটা উত্তেজিত অবস্থায় সাধারণ অবস্থা থেকে দশগুণ বড় হয়ে যায় ?

মেয়েটি লজ্জায় লাল হয়ে বলল, স্যার এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব না।

তখন একই প্রশ্ন প্রফেসর একটি ছেলেকে করল। ছেলেটি দাঁড়িয়ে বলল, স্যার, চোখের মণি।

তখন প্রফেসর মেয়েটিকে বলল, এক নম্বর কথা তুমি পড়াশুনায় যথেষ্ট অমনোযোগী, দুই নম্বর কথা তোমার মনমানসিকতা অশ্লীল এবং তিন নম্বর হচ্ছে বিয়ের পর তুমি অবশ্যই হতাশ হবে।

প্রেমিক-প্রেমিকা খুবই ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত কাটাচ্ছে।

প্রেমিক : আচ্ছা আমিই নিশ্চয়ই প্রথম। এর আগে কি কেউ তোমার সাথে...।

প্রেমিকা : ঠিক বলতে পারছি না, তবে তোমার চেহারাটা খুবই পরিচিত লাগছে।

খুনের আসামি পালাচ্ছে। খুবই ভীতসন্ত্রস্থ। এয়ারপোর্টে বোর্ডিং কার্ড নেওয়ার লাইনে দাঁড়িয়ে সে খুবই ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। হঠাৎ পিঠে দুটো পিস্তলের নল ঠেকল। ধরা পড়ে একেবারে হতাশ হয়ে দুই হাত তুলে সে পেছনে ফিরে তাকাল। তাকিয়ে দেখল এক উর্বশী তরুণী দাঁড়িয়ে আছে।

তোমার স্যুটটা তো খুবই সুন্দর জোনস!

হ্যাঁ ভালো, এটা একটা সারপ্রাইজ গিফট।

স্যারপ্রাইজ গিফট মানে ?

হ্যাঁ, বাসায় ফিরে দেখি আমাদের বেডরুমের বিছানায় এটা পড়ে আছে।

ল্যারি এক বিজনেস ট্রিপ থেকে বাসায় ফিরে এসে দেখে, তার স্ত্রী তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে খুবই অন্তরঙ্গ সময় কাটাচ্ছে। ল্যারি তার বন্ধু পেটকে ডেকে বলল, পেট আমার না হয় বাধ্য হয়ে করতে হয়, কারণ তাকে আমি বিয়ে করেছি। কিন্তু তুমি কেন ?

বিখ্যাত এক শিল্পী তার স্টুডিওতে মডেল নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে যাবে, এমন সময় দরজায় টোকার আওয়াজ শুনে শিল্পী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তুমি তাড়াতাড়ি কাপড় খুলে ফেল, এটা অবশ্যই আমার স্ত্রী।

হঠাৎ করে এক বিবাহিত উপজাতীয় তরুণী গর্ভবতী হয়ে পড়ল। অথচ তার স্বামী জেলে। তখন তাকে নিয়ে বিচার বসল এটা কীভাবে হলো। তরুণীটি তার আত্মপক্ষ সমর্থন করল এইভাবে।

সেদিনটা বড্ড গরমের রাত ছিল, আমি দরজা খুলেই ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি ঘরে এক লোক ঢুকছে। আমি ভাবলাম দেখি ওর মনে কী আছে। এরপর সে দেখি আমার মশারি তুলছে। তখনো আমি ভাবলাম দেখি ওর মনে কী আছে। এরপর ও তো ...তখনই তো আমি বুঝলাম আরে শালার তো ঘরে বউ নাই রে।

গৃহকর্ত্রী : তুমি তোমার আগের কাজটা ছাড়লে কেন ?

কাজের মেয়ে : না মানে ওই বাসার বাচ্চাগুলো ছিল খুবই ধীরস্থির আর ওদের বাবা ছিল খুবই চঞ্চল।

গৃহকর্ত্রী : দেখ আমার স্বামী মাঝে মাঝে রাত্রে খাবার পর বাড়তি কিছু আদায় করার চেষ্টা করতে পারে। তুমি সাবধানে থেক।

কাজের মেয়ে : এটা নিয়ে আপনি একদম চিন্তা করবেন না। আমি অলরেডি পিল খাচ্ছি।

মহিলা রোগী : আমি আমার সবগুলো কাপড় খুলে ফেলছি। এরপর এগুলো কই রাখব ?

ডাক্তার : কাপড়গুলো বিছানার নিচে রেখে আপনি বিছানার উপরে শুয়ে পড়ুন।

প্রাচীন রোমে সম্রাট অগাস্টাস রাস্তা দিয়ে বেড়াতে বের হয়ে অবিকল তার মতো দেখতে এক লোককে প্রশ্ন করল, কী হে তোমার মা নিশ্চয়ই এদিকে প্রায়ই আসত ?

না মা আসত না, তবে বাবা প্রায়ই আসত শুনেছি।

জনের সাথে ডেট করতে তোমার খুবই অসুবিধা হয়েছে নিশ্চয়ই ?
না, একদম না।
কিন্তু হবার তো কথা, ও তো একেবারে পশুর মতো আচরণ করে।
না, হয় নি।
কিন্তু কী ভাবে ?
কারণ ও বিড়াল থেকে বাঘ হবার আগেই আমি রাজি হয়ে গেছি।

স্ত্রী বাসায় একটা বানর এনে একেবারে তাদের বেডরুমে রাখতেই স্বামী নানা ধরনের প্রশ্ন শুরু করল, এটা কী খাবে ?
আমরা যা খাই তাই খাবে।
ও কোথায় ঘুমাবে ?
কেন, আমাদের বিছানার পাশে।
আর ওর গন্ধের ব্যাপারে তোমার মতামত কী ?
তোমার সাথে থাকতে থাকতে ওটায় আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

স্বামী খুব বিধ্বস্ত ও ক্লান্ত চেহারা নিয়ে বাড়ি ফিরল।
কাল রাতে কাজের কারণে আমি বাসায় আসতে পারি নি।
আমি জানি।
আমার বসের সাথে ঝগড়া হয়েছে।
আমি জানি।
আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসে পড়েছি।
আমি জানি।
(রাগতস্বরে) তুমি এত কিছু জান কীভাবে ?
কাল রাতে তোমার বস বলেছে।

শেষ রাতের দিকে মহিলা হোস্টেল থেকে বিদ্যুৎকেন্দ্রে ফোন এলো, আমাদের এখানে কারেন্ট চলে গেছে। লোক পাঠান।
এখন সম্ভব না। মোম দিয়ে কাজ চালান।

বাড়ি ফিরে নিজের বিছানায় স্ত্রীর সঙ্গে অচেনা পুরুষকে দেখে খেপে গেলেন স্বামী।
এই লোক কে ?
স্ত্রী জবাব দিল, তাই তো, ভালো প্রশ্ন করেছ। লোকটির দিকে ফিরে স্ত্রী জানতে চাইল, অ্যাই তোমার নাম কী ?

ডাক্তার : আপনি কি নিয়মিত নারীসঙ্গ ভোগ করেন ?
রোগী : হ্যাঁ, সপ্তাহে দু'বার আমার স্ত্রীর সঙ্গে...।
ডাক্তার : অন্য কারো সঙ্গে ?
রোগী : আমার সেক্রেটারির সঙ্গে সপ্তাহে দু'বার।
ডাক্তার : ছি ছি, আপনি তো নিজের মৃত্যুদণ্ড নিজের হাতে লিখছেন।
রোগী : তাও লিখি সপ্তাহে দু'বার...।

এক কিশোর জীবনের প্রথম নাইট ক্লাবে স্ট্রিপটিজ নৃত্য দেখে উত্তেজিত অবস্থায় ছুটে বেরিয়ে এলো। গেটে দারোয়ান বলল, কী ব্যাপার এত তাড়াহুড়ো করে বেরুচ্ছ যে ?
আমার মা বলেছে আমি যদি কখনো খারাপ কিছু দেখি তাহলে আমি পাথর হয়ে যাব। আমার নিচের অংশ মনে হচ্ছে পাথর হতে শুরু করেছে।

জন লিসার সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সময় কাটাল কিছুক্ষণ। দু'জনেই খুশি। হঠাৎ ভেউ ভেউ করে লিসা কেঁদে উঠল।
জন : কাঁদছ কেন ?
লিসা : দু'দুবার এ ধরনের পাপ কাজ করার পর কি মনে কর আমি গির্জার ফাদারকে মুখ দেখাতে পারব ?
জন : দুবার মানে ? আমরা তো মাত্র একবার করলাম।
লিসা : তুমি কি মনে কর, একবার করেই ছেড়ে দিবে আমাকে আরেকবার করবে না, তোমাকে আমি চিনি না ?

ব্রা, পেন্টি আর নাইটি রোদে শুকাচ্ছে।
ব্রা : উফ কাল একটা বদ লোক তো আমাকে প্রায় ছিঁড়েই ফেলেছিল।
পেন্টি : তোকে ছিঁড়ে নি, আমাকে ছিঁড়েই ফেলেছিল কাল রাতে।
নাইটি : উফ তোরা একটু চুপ করবি ? কাল সারারাত জেগে ছিলাম, এক ফোঁটা ঘুমাতে পারি নি।

গতকাল জাহাঙ্গীরের অ্যাপার্টমেন্টে ন্যুড পোজ দিলাম।
কিন্তু তুই তো মডেল নোস।
বাহ্ তাতে কী, জাহাঙ্গীরও তো আর্টিস্ট না।

রাতে বাসায় ফিরে গৃহকর্তা দেখে তার বেস্ট ফ্রেন্ড তার স্ত্রীর সঙ্গে একই বিছানায়।
সে হতবাক হয়ে বলল, তুই এখানে কী করছিস ?
দেখ বলেছিলাম না ও একটা গাধা ! স্ত্রীর উত্তর।

ছেলে : তোমার ঠোঁটের লিপস্টিক কি কিস-প্রুফ ?
মেয়ে : পরীক্ষা প্রার্থনীয় পুরুষ।

কী করি বলো তো ? আমার স্বামীকে তো রাতে ঘরে আটকে রাখতে পারি না। প্রতি রাতেই বেরিয়ে যায়।
একটা বুদ্ধি কর।
কী বুদ্ধি ?
একদিন ও অনেক রাতে বাসায় ফিরল, আমি বিছানায় লেপ্টে থেকে ফিসফিস করে শুধু বললাম, কে, জসিম এসেছ ? ব্যস, তারপর থেকেই ও রাতে বাসায় থাকে।

সেদিন তোর বয়ফ্রেন্ডকে দেখলাম অন্য একটা মেয়েকে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করছে।
খেতে পেরেছিল কি ?
না।
তাহলে ওটা আমার বয়ফ্রেন্ড না।

এক সদ্য বিবাহিত তরুণ ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছে—
তরুণ : প্রথম দফায় আমি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে একটু থেমে রেস্ট নিলাম। দ্বিতীয় দফায় মনে হচ্ছিল আমার বুক ফেটে যাবে। তৃতীয় দফায় আমার মনে হলো আমার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে...।
ডাক্তার : আপনার স্ত্রী...।
তরুন : স্ত্রীর প্রসঙ্গ আসছে কেন ? আমি থাকি চার তলায়। চার তলায় ওঠার কথা বলছি।
জামিল : রায়হান, শুনলাম প্রেমিক হিসেবে তুই অপদার্থ !
রায়হান : কে বলেছে ? নিশ্চয়ই তোর বউ ?

চার্চের দরজায় এক ফাজিল তরুণ এক মহিলাকে বেরুতে দেখে বলল, হাই চিক। মহিলা শুনে দাঁড়িয়ে গেল। তাই দেখে তরুণটি বলল, কিছু মনে করবেন না, আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি আমার মা, তাই ঠাট্টা করে ... মহিলাটি তখন বলল, আমি তোমার মা হতে পারি না, কারণ আমি বিবাহিত।

দুই তরুণী তাদের গত রাতের ডেট নিয়ে কথা বলছিল, গতকাল আমি আর আমার বয়ফ্রেন্ড পার্কে গেলাম, একটা বেঞ্চে বসলাম। আর কেউ নেই। ফকফকা জোসনা...পেপার পড়া যায় যেন!
তারপর কী হলো ? উৎসাহী হয়ে উঠল বান্ধবী।
তারপর আর কী, ভাগ্যিস একটা পেপার নিয়ে গিয়েছিলাম, সেটাই দু'জনে পড়ে রাত পার করে দিলাম।

বসের সঙ্গে সেক্রেটারি এক কনফারেন্সে এসেছে। হোটেলের ঘর বুকিংয়ের গণ্ডগোলের জন্য তারা দু'জনে এক ঘরে রাত কাটাতে বাধ্য হলো। তো বস তার সেক্রেটারিকে বলল এই থাকার ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে। কিন্তু রাতের বেলা লাইট নিবিয়ে শুয়ে পড়ার পর সেক্রেটারি হঠাৎ বলে উঠল, উহুঁ, উঁহু... স্যার।

কী ব্যাপার ? কী হয়েছে ?

না মানে কম্বলের আর একটু অংশ পাওয়া যাবে ? আমার খুব ঠাণ্ডা লাগছে।

বস রেগে গিয়ে পুরো কম্বলটাই সেক্রেটারির দিকে ছুড়ে দিল। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সেক্রেটারি আবার বলে উঠল, স্যার, আমার একটা উপকার করবেন ?

কী চাই ?

আপনি এক গ্লাস জল এনে দেবেন। আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে।

বস একটুক্ষণ পর সেক্রেটারির দিকে ফিরে খুব নরম গলায় বলল, মিস জোনস, আজ রাতের জন্য আপনি কি দয়া করে মিসেস বব হতে পারবেন ?

ও স্যার ... অবশ্যই। আমি তা খুব আনন্দের সাথেই পারব।

ঠিক আছে। তাহলে দয়া করে উঠে গিয়ে নিজেই জলটা খেয়ে আসুন।

স্ত্রী : তোমরা ছেলেরা কোনো কাজই নিজেরা করতে পার না। একটা বোতাম সেলাই করার জন্যও তোমাদের মেয়েদের দরকার।
স্বামী : আরে মেয়েরা না থাকলে তো ছেলেদের বোতামের দরকারই হতো না।

হালিম : (ক্রুদ্ধ) তুই আমার বউকে চুমু খেয়েছিস ?
জামিল : আমি তা বলতে পারব না।
হালিম : কেন বলতে পারবি না ?
জামিল : কারণ আমি তার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

স্ত্রী : আচ্ছা কোন সময় তোমার নিজেকে সবচে' বেশি সেক্সি মনে হয় ?
স্বামী : যখন তুমি বাপের বাড়ি যাও।

দীর্ঘ দিন পর বিদেশ থেকে স্বামী ফিরেছে। রাতে শোবার ঘরে দুজনে... ।
স্বামী : আমি যে ডলার আর চুমু পাঠাতাম সেগুলো ঠিক মতো পেয়েছ তো ?
স্ত্রী : হ্যাঁ পেয়েছি। ডলারগুলো ব্যাংক থেকে আর চুমুগুলো মাসুদ ভাইয়ের কাছ থেকে ভাঙিয়ে নিয়েছি।

প্রেমিক : সত্যি করে বলতো, তুমি আমাকে ভালোবাস ?
প্রেমিকা : অবশ্যই প্রিয়তম।
প্রেমিক : তাহলে দয়া করে অন্য কাউকে বিয়ে কর।

ইংরেজরা বউয়ের সঙ্গে বনিবনা না হলে যায় ক্লাবে, আর ফরাসিরা যায় রক্ষিতার কাছে আর আমেরিকানরা যায় উকিলের কাছে।
বাঙালিরা কোথায় যায় ?
কাজের বুয়ার কাছে।

যুবক : চল একটা খেলা খেলি। মনে কর আমি একজন জিওলজিস্ট আর তুমি হচ্ছ পৃথিবী। তোমার মাথা হলো উত্তর মেরু আর পা দক্ষিণ মেরু।
যুবতী : সে ক্ষেত্রে বিষুব রেখা থেকে কিন্তু সাবধান!

একটা কোটেশন, বিয়ের আগে একজন মানুষ অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং বিয়ের পর সে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

অষ্টম সন্তান জন্মের পর মিসেস চৌধুরীর অবস্থা মরণাপন্ন। মৃত্যুশয্যায় স্বামীকে কাছে ডেকে বললেন— আজ তোমাকে একটা সত্যি কথা বলব।
বুঝতে পেরেছি, এটা আমার সন্তান নয় ।
না, এটাই তোমার সন্তান, অন্যগুলো... ।

স্বামী : এত বাজে খরচ কর, যেদিন আমি মারা যাব সেদিন বুঝবে কত ধানে কত চাল।
স্ত্রী : ওসব ভয় আমাকে দেখিও না। আমি জানি যুবতী বিধবাদের কীভাবে সংসার চালাতে হয়!

মেয়ে : মা, ছোট খালা আমার গালে চড় মেরেছে।
মা : ঠিক আছে ওকে আমি বকে দিব।
মেয়ে : না, শুধু বকে দিলে হবে না, ওর গালে বাবার মতো কামড়ে দিবে।

* বল তো পৃথিবীতে কোন ইনডোর গেমে পুরুষের চেয়ে নারীর রেকর্ড বেশি ?
জানি না, কোনটা ?
কেন, ভার উত্তোলন!
ধুর, কে বলেছে ?
কেন, বিছানায় নিচে থাকার রেকর্ড তো মেয়েদেরই বেশি।

সেক্রেটারি : স্যার আপনার জন্য একটা খারাপ খবর আর ভালো খবর আছে।
বস : খারাপ খবরটাই আগে বল।
সেক্রেটারি : স্যার আমাদের মার্কেটিং ম্যানেজার আজ দুপুরে কোর্ট ম্যারেজ করে হানিমুন করতে বউ নিয়ে সিঙ্গাপুর চলে গেছে।
বস : এতো ভালো সংবাদ, খারাপ সংবাদ হবে কেন ?
সেক্রেটারি : আর খারাপ খবর হচ্ছে আপনার স্ত্রী সিঙ্গাপুর যাওয়ার আগে আপনাকে ডিভোর্স করে গেছেন।

* এক তরুণ কক্সবাজার বেড়াতে গিয়ে হোটেলে উঠেছে। পাশের রুমে উঠেছে নবদম্পতি। তো রাতে পাশের রুম থেকে সব কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল।
স্বামী : আজ তোমাকে রাতভর দেখব, আহা সত্যি তুমি কত সুন্দর। ঈশ্বর যেন নিজ হাতে তোমাকে তৈরি করেছে, তোমার ঠোঁট যেন কমলা লেবুর কোয়া, তোমার বুক যেন অজন্তার ফ্রেসকো, তোমার উরু-নিতম্ব যেন উদ্দাম সমুদ্রের

ঢেউ, তোমার উরু যেন দুটো কলাগাছ, ইস একজন ভাস্কর যদি এখন পেতাম তবে আজই তোমার একটা মূর্তি বানিয়ে রাখতাম।
ঠিক এ সময় বাইরের দরজায় টোকা পড়ল। বিরক্ত স্বামী চিৎকার করল, কে? বাইরে থেকে উত্তর এলো, ভাস্কর।

জাজ : আপনি বলছেন, আপনার প্রতিবেশী আপনাকে জোর করে আপনার চিবুকে চুমু খেয়েছে।
তরুণী : হ্যাঁ, ইয়োর অনার।
জাজ : কিন্তু এটা কী করে সম্ভব ? সে তো লম্বায় আপনার কোমর সমান।
তরুণী : কেন, আমি কি নিচু হতে পারি না ?

স্কুলের ক্লাস-টিচার উদ্বিগ্ন স্বরে ছাত্রের মাকে জানাল যে, তার পুত্র লেখাপড়ায় মোটামুটি, তবে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি বড্ড বেশি কৌতূহলী। তবে টিচাররা ছাত্রের এহেন আচরণ কমাবার উপায় বের করার চেষ্টা করছেন।
এসব শুনে মা তাদের অনুরোধ করলেন, কোনো উপায় বের হলে অবশ্যই যেন তারা তাকে জানান। কারণ, সেই পদ্ধতিটা তিনি তার স্বামীর ওপর প্রয়োগ করতেও আগ্রহী।

প্রথম বন্ধু : আমার স্ত্রীর লিপস্টিকের স্বাদ অন্য মেয়েদের থেকে একদম অন্যরকম।
দ্বিতীয় বন্ধু : ঠিক বলেছিস, কেমন যেন কমলা কমলা স্বাদের।

স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে সুন্দরী রোগিনীর কথোপকথন—
ডাক্তার সাহেব, আমার বিয়ের সাত বছর হতে চলল অথচ এখনো আমার কোনো সন্তান হচ্ছে না।
হুম, কোনো ডাক্তার দেখিয়েছেন আগে ?

চার চারজন ডাক্তার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কিছু হয় নি।

ঠিক আছে, আপনি কাপড় ছেড়ে ওই বিছানায় শুয়ে পড়ুন, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।

* হাসপাতালের মেটার্নিটি ওয়ার্ড পরিদর্শন করতে এসেছেন প্রফেসর। প্রথম বেডের রোগিনীর ডেলিবারি ডেট জানতে চাইলে রোগিনী জানালেন— ১৭ জানুয়ারি। পরের বেডের রোগিনীর কাছে জানতে চাইলে তিনিও জানালেন তার ডেট ১৭ জানুয়ারি। প্রফেসর তৃতীয় বেডের কাছে গিয়ে দেখলেন রোগিনী ঘুমাচ্ছেন। রোগিনীকে ডেকে তোলার আগেই দ্বিতীয় বেডের রোগিনী বলে উঠলেন— ওনাকে ডাকতে হবে না, উনিও আমাদের সাথেই নৌ-বিহারে গিয়েছিলেন, তার ডেটও ওই ১৭ জানুয়ারি।

ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে সুন্দরী রোগিনী জানালেন যে, পাঁচ মিনিট আগের ঘটনাও তিনি মনে রাখতে পারেন না।

এটা শুনে ডাক্তার তাকে গম্ভীর গলায় বললেন— মন্দ কী ? যান না পোশাক খুলে ওই বিছানায় শুয়ে পড়ুন, আমি দেখি পাঁচ মিনিটের ভেতর কী করা যায়।

স্ত্রীর তরুণী ছোট বোনের সাথে খানিকটা ঘনিষ্ঠ সময় কাটানোর অভিলাষে দুলাভাই শালাকে তিরিশ টাকা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, যাতে মধুমিতায় যেয়ে নতুন ছবিটা দেখে আসে।

শালা টাকাটা হাতে নিয়ে অবজ্ঞার সাথে বলল— ইশ দুলাভাই তুমি এত কিপ্টে! বড়আপু বাসায় না থাকলে বড়দুলাভাই আমাকে এমন সিনেমা দেখতে কম হলেও পঞ্চাশ টাকা করে দেয়।

তুমি কি আসলেও এখনো কুমারী ?

আমি বলতে পারব না। এই সত্য উদ্ঘাটন করতে হলে তোমাকে দুশ টাকা খরচ করতে হবে।

* অফিস থেকে একটু আগে বাড়ি ফিরতেই স্বামী তার স্ত্রীকে তারই বন্ধুর সাথে বিছানায় আবিষ্কার করল। স্বামী রাগে আগুন হয়ে চিৎকার জুড়ে দিলেন– আমার বাড়ির ভেতর এসব কী চলছে ?

চিৎকার শুনে স্ত্রী তার বন্ধুকে বলল— চলুন তবে বাইরে কোথাও যাই।

বন্ধুদের আড্ডায় একজন জানাল যে একটি গবেষণায় নাকি জানা গেছে যে, মেয়েদের চোখের মণি ব্রাউন, তারা সাধারণত দুশ্চরিত্রা হয়।

এ কথা শোনার পর তাদের ভেতর একজন কোনোমতেই তার স্ত্রীর চোখের রঙ মনে করতে পারছিলেন না।

আড্ডা শেষে স্বামী অনেক রাতে বাড়ি ফিরে দেখলেন স্ত্রী ইতিমধ্যে বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি পোশাক পাল্টে শুয়ে পড়ার পর তার হঠাৎ চোখের রঙের ব্যাপারটি মনে পড়ল।

তিনি আস্তে করে বিছানার চাদর উঁচু করে তার স্ত্রীর চোখের রঙ দেখে আঁতকে উঠে বললেন– ওহ! ইটস্ ব্রাউন!

এমনি সময় হঠাৎ তার স্ত্রীর পাশে রাখা বালিশটি নড়ে উঠে বলল— এ কী আপনি আমার নাম জানলেন কী করে ?

স্ত্রী : তোমরা ছেলেরা যে এত হেল্পলেস! ছি মেয়েদের ছাড়া একটা বোতাম পর্যন্ত সেলাই করতে পার না! বলি, পৃথিবীতে যদি মেয়েরা না থাকত তবে বোতাম সেলাই করতে কী করে ?

স্বামী : আহা! মেয়েদেরও বুদ্ধি দেখে অবাক হই। আরে দুনিয়াতে যদি কোনো মেয়েই না থাকত তাহলে তো ছেলেদের বোতামই থাকত না!

মা : শোন ঐ বুনো মেয়েটার সঙ্গে যেন আর তোমাকে ঘুরতে না দেখি।

ছেলে : মা কী বলছ তুমি ! ও বুনো নয়, ওকে অনেকেই পোষ মানাতে পারে।

* এক ছেলেকে ব্রোথেল থেকে বের হতে দেখে, এক বয়স্ক মহিলা খুবই হতাশ হলেন। বললেন, তোমাকে এখান থেকে বের হতে দেখে খুবই হতাশ হলাম।

কেন আন্টি, আপনি চান ওখানে সারারাত থাকি ?

* অধ্যাপক : 'অবিবাহিত'-এর স্ত্রী লিঙ্গ কী ?

ছাত্র : বিয়ের জন্য ছোক ছোক করা মহিলা।

১ম স্টেনো : মালিকের গোঁফ আমাকে খুব হাসায়।
২য় স্টেনো : আমার সুড়সুড়ি লাগে।

বস তার তরুণী স্টেনোকে—
যখনই তোমাকে খোঁজ করি দেখি তুমি ফোনে ব্যস্ত!
এসবই স্যার আমাদের ক্লায়েন্টদের সঙ্গে অফিসিয়াল কথাবার্তা।
ঠিক আছে, তবে ক্লায়েন্টদের প্রিয়তম না বললেই ভালো।

তরুনী স্টেনো : স্যার একটা মেয়ে আপনাকে ফোনে চুমু খেতে চাচ্ছে।
বস : (খুব ব্যস্ত) তুমি ম্যাসেজটা নিয়ে নাও পরে আমি তোমার কাছ থেকে নিয়ে নিব।

প্যাথলজিস্ট এক তরুণীর ইউরিন টেস্ট করল— আপনি মিস না মিসেস ?
কেন ?
মিসেস হলে একটা সুসংবাদ আছে আর মিস হলে একটা দুঃসংবাদ আছে।

সুন্দরী নার্স : আমি যতবার রোগীর পালস নিতে যাই দেখি খুব দ্রুত চলছে আর অন্যেরা নির্লে স্বাভাবিক! কেন স্যার ?
ডাক্তার : যাও আগে ওড়না পরে আস!

সদ্য বিবাহিত তরুণ তার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে– বুঝলি আমার বউ যখন বেশি কাপড়-জামা পরে তখন ভয় লাগে ওর জামা-কাপড়ের খরচা জোগাড় করতে পারব তো ?
আর যখন কম জামা-কাপড় পরে তখন ?
তখন আর অফিসে যেতে ইচ্ছে করে না।

দরজায় আওয়াজ হতেই তরুণী লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠে বলল— জলদি জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়।
কী বলছ, আমরা তেরো তলার উপরে!
দেখ, এখন কুসংস্কার নিয়ে ভাবার সময় নয়।

বসকে বিদায় দিতে এসেছে কর্মচারীরা। এ সময় ট্রেনের হুইসেল পড়ল।
জনৈক কর্মচারী : স্যার, জলদি ট্রেনে উঠে পড়ুন।
বস : আমার বউকে বিদায় চুম্বনটা...।
কর্মচারী : স্যার, সময় নেই, ওটা আমাদের উপর ছেড়ে দিন।

দুই বান্ধবী কথা বলছে— বিয়ের চিন্তায় রাতে ঘুমাতে পারতি না, এখন ঘুম হচ্ছে তো ?
সবে তো মাত্র চারদিন বিয়ে হয়েছে, এখনো রাতে ঘুমানোর সুযোগ পাই নি।

ম্যাটার্নিটি হসপিটালে।
ডাক্তার : আপনাকে অভিনন্দন। আপনি যমজ শিশু প্রসব করেছেন!
শুনে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল মহিলা।
ডাক্তার : সে কী, কী হলো আপনার ?
প্রসূতি : আমি এখন দ্বিতীয় সন্তানের ব্যাপারে আমার স্বামীকে কী জবাবদিহি করব ?

শুনেছিস রফিকের বউ তো মা হতে চলেছে, কনফার্ম নিউজ।
তুই কীভাবে জানলি ?
আমি তো এই মাত্র ওদের বাসা থেকে আসলাম।
বাসায় রফিক ছিল ?
না।

রাতে স্বামী-স্ত্রী বিছানায় ঘনিষ্ঠ সময় কাটাচ্ছে। এসময় ছোট ছেলে হঠাৎ টর্চের আলো ফেলল বিছানায়! বাবা রেগে উঠলেন!

এসব কী হচ্ছে বাবলু ?

না, দেখছিলাম তোমার সঙ্গে মা না অন্য কেউ।

রঙ-মিস্ত্রি আর তার বউ কথা বলছে।

বউ : এ কী তোমার পা ভাঙল কী করে ?

মিস্ত্রি : আর বলো না, আজ এক বাড়িতে মই-এর উপর দাঁড়িয়ে রঙের কাজ করছিলাম। হঠাৎ দেখি বাড়ির গিন্নি গোসল করছে...তাতেই ভেঙে পড়লাম।

বউ : তাতেই ভেঙে পড়বে কেন ?

মিস্ত্রী : কী করব, সব মিস্ত্রিরা যে এসে মইয়ের উপর দাঁড়াল।

দুই স্বামী নিজেদের স্ত্রীদের সম্পর্কে আলাপ করছিল।

আমার বউ খুবই হিসেবি। যখনি ব্লাউজ বানাতে যায় ব্লাউজের কাপড় বাঁচিয়ে আমার জন্য একটা টাই বানিয়ে নেয়।

আমার বউও প্রায় সেরকমই, সে আমার টাই বানানোর সময় টাইয়ের কাপড় বাঁচিয়ে ওর জন্য একটা ব্লাউজ বানিয়ে নেয়।

এক হোটেল ম্যানেজার হোটেলের চালাক-চতুর বয়কে বলল— ৪২ নং কামরায় যে বোর্ডার উঠেছে তার প্রতি একটু নজর রেখ তো! লোকটা সন্দেহজনক।

ঠিক আছে স্যার।

পরদিন ম্যানেজার বয়ের কাছে জানতে চাইল— কী! ওর স্যুটকেসে আমাদের হোটেলের কাপ পিরিচ তোয়ালে এসব কিছু দেখতে পেয়েছ ?

না, তা পাই নি, তবে ওর বিছানায় আমাদের হোটেলের রিসেপশনিস্টকে দেখলাম।

দক্ষিণ ভারতের ছোট এক শহরে একটি বাসে এক তরুণ উঠে দেখল একটি সিটে এক সুন্দরী বসে আছে । সে তার গা ঘেঁসে বসে বলল, পন্ডিচেরিতে যখন পৌঁছাব তখন তুমি আমার সঙ্গে নেমে যেও, তোমাকে ১ টাকা দিব।

মেয়েটি কোনো কথা বলল না দেখে তরুণটি আবার বলল, ঠিক আছে ২ টাকা।

তখন মেয়েটি বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বলল, এখানে কি কোনো দক্ষিণ ভারতীয় লোক নেই ? তখন অন্য একটি তরুণ দাঁড়িয়ে বলল, অবশ্যই আছে, উত্তর ভারতের লোকেরা এসে দাম বাড়িয়ে দিবে তা আমরা কিছুতেই সহ্য করব না।

এক স্কুলে এক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে স্ক্যান্ডাল শোনা গেল। এ নিয়ে বিচার বসল। স্কুল কমিটির সভাপতি বললেন, আমি আগে ঐ শিক্ষিকার সঙ্গে একা একটু কথা বলে দেখতে চাই। বলে তিনি তাকে নিয়ে অফিসকক্ষে ঢুকে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে তিনি বললেন, ঐ শিক্ষিকার সঙ্গে কথা বলে যা বুঝলাম উনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। এ সবই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

সভাপতির কথার উপরে কোনো কথা নেই। বিচার-প্রক্রিয়া বাতিল করা হলো। সভাপতি ফেরার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তখন পাশ থেকে একজন বলে উঠলেন, স্যার, আপনার প্যান্টের বোতামগুলো লাগিয়ে নিন।

অ্যানাটমি হচ্ছে এমন একটা ব্যাপার যা আমাদের সবারই আছে কিন্তু তরুণী মেয়েদের মধ্যে তার প্রকাশটা সব থেকে ভালো!

দুই জন ব্যাভিচার নিয়ে আলোচনা করছিল—

১ম জন : ব্যাভিচার হত্যার সমতুল্য অপরাধ। তুমি কি বল ?

২য় জন : ঠিক জানি না, তবে কখনো কাউকে হত্যা করি নি।

টিনএজ জন আর মেরি কথা বলছে।

জন : তোমার বয়স কত ?

মেরি : ঠিক বলতে পারছি না। দশও হতে পারে আবার ষোলও হতে পারে।

জন : ঠিক আছে দাঁড়াও আমি তোমার বয়স বলে দিচ্ছি...আচ্ছা বলতো এখন পর্যন্ত সবচে' প্রিয় কী জিনিস তুমি তোমার মুখে পুরেছ ?

মেরি : কেন, আইসক্রিম!

জন : তোমার বয়স দশ।

আশি বছরের বৃদ্ধ আঠারো বছরের তরুণীকে বিয়ে করতে যাচ্ছে দেখে সেই বৃদ্ধের নাতি দাদাকে বলছে।

নাতি : কাজটা কি খুব ঝুঁকিপূর্ণ হচ্ছে না ? এ বয়সে অতি উত্তেজনায় হার্ট অ্যাটাক হতে পারে!

দাদা : এখন আঠারো বছরের মেয়ের যদি হার্ট অ্যাটাক করে আমার কিছু করার নেই!

এক লোক বাসায় ফেরার পথে দেখে এক মহিলা চিৎকার করে কাঁদছে!

কী হলো ওভাবে কাঁদছেন কেন ?

কাঁদব না! মার্টিন মারা গেছে, বলে ফের হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। লোকটা আরেকটু দূরে গেলে দেখে আরো সব মহিলা তরুণীরা কাঁদছে। সবাই ঐ একই কথা বলল, মার্টিন মারা গেছে। বাড়ি এসে লোকটি স্ত্রীকে তার অভিজ্ঞতার কথা বলল, কে একজন মারা গেছে সব মেয়েরা কাঁদছে, শুনে স্ত্রীও হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। নিশ্চয়ই মার্টিন মারা গেছে।

দুর্বল হার্টের এক লোক ডাক্তারের কাছে গেল পরামর্শের জন্য। ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলল, আপনাকে এখন থেকে 'স্ত্রীসঙ্গ' থেকে দূরে থাকতে হবে।

কিন্তু আমার স্ত্রী এ ব্যাপারে খুবই ক্রেজি।

সে ক্ষেত্রে শুধু 'আর' আছে এমন বারগুলোতে করতে পারেন ।

লোকটি তাই করল। এক রাতে তার স্ত্রী তাকে ডেকে তুলল।

কী হলো ? আজ কী বার ?

কেন মানডে।

এক ব্রোথেল রমণীকে হোটেলে নিয়ে তুলল এক লোক। সে বিছানার উপরের একটা ফুটো দিয়ে ২৫ সেন্ট ফেলে দিল।

এটা কী করলে ?

দেখবে এখন বিছানাটা কীভাবে ভাইব্রেট করবে।

খামাকা পয়সা নষ্ট করলে, এর থেকে আমাকে দিতে ২৫ সেন্ট!

বিদেশী এক স্কুলে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো 'সেক্স এডুকেশন' চালু করা হবে। এক ছাত্রী শ্যালির বাবা-মা খুশি হলেন। কিন্তু যখন জানতে পারলেন এর উপর ওরাল টেস্ট হবে তখন তারা শ্যালির স্কুল বদলে ফেললেন।

এক নবদম্পতি ডাক্তারের শরণাপন্ন হলেন যে তারা আর দাম্পত্যজীবনে মজা পাচ্ছেন না। ডাক্তার তাদের পরামর্শ দিলেন, ব্যাপারটা চেয়ারে বসে করতে পারেন, তাতে করে বৈচিত্র্য আসবে।

ক'দিন পর ডাক্তার খোঁজ নিলেন, কী বৈচিত্র্য পেয়েছেন কি ?

পেয়েছি, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে রেস্তোরাঁর চেয়ারেই করতে যাই তারাই ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়!

আমার বয়ফ্রেন্ডের সবচে' বাজে যে অভ্যাসটি প্রথমেই দূর করেছি সেটা হলো তার ব্যাচেলর থাকা।

সব ছেলেরই মেয়েদের ইতিহাসের চেয়ে ভূগোলের প্রতি আগ্রহ বেশি।

আপনি একজন কুমারী হয়ে বিশ্বভ্রমণে বেরুচ্ছেন কাজটা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ নয় কি?

আমি পৃথিবীর সব ভাষায় একটি বাক্য শিখে নিয়েছি। আশা করি আমি নিরাপদ থাকতে পারব।

বাক্যটি কী ?

আমার এইডস আছে।

ফরাসিরা খুব আবেগপ্রবণ হয়। তারা প্রথমে তাদের স্ত্রীর আঙুলে চুমু খায়, তারপর কাঁধে, তারপর পিঠে...

ততক্ষণে আমেরিকান স্ত্রীরা কনসিভ করে ফেলে।

জাজ : তোমাকে এই ভদ্রলোকের পকেট মারার জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।

পকেটমার : আমাকে সাজা দিন আর আমার স্ত্রীকে ডিভোর্স করার অনুমতি দিন।

জাজ : কেন, ডিভোর্সের অনুমতি চাইছ কেন ?

পকেটমার : কারণ ভদ্রলোকের মানিব্যাগে আমার স্ত্রীর তিন তিনটে ছবি পেয়েছি!

একটি ছেলে আর একটি মেয়ে দুজনেই লাজুক। কিন্তু তারা প্রেম করতে আগ্রহী। দুজনে দুজনের দিকে তাকায় আর হাসে। একদিন ছেলেটি সাহস করে মেয়েটিকে একটা রজনীগন্ধার স্টিক দিল। মেয়েটি সেদিন ছেলেটির ঠোঁটে চুমু খেল। ছেলেটি উত্তেজিত হয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

মেয়ে : কোথায় চললে ?

ছেলে : ১টি রজনীগন্ধার স্টিক আনতে।

কী রে, এই নতুন সাইকেল কোথায় পেলি ?

একটা মেয়েকে চুমু খেলাম তাতেই...।

মানে ?

মানে ওকে নিরিবিলিতে একটা চুমু খেতেই ও বলল, আজ আমার সবকিছু নিতে পার। আমি তখন ওর সাইকেলটা নিয়ে চলে এলাম।

এক ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে নিয়ে প্যারিসে গেছেন। রাস্তায় এক জায়গায় তার স্ত্রী তাকে রেখে দোকানে শপিংয়ে গেলেন। ভদ্রলোক একা রাস্তায় আলাপ করতে লাগলেন। তাকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটি ফরাসি লোক এসে বলল, এই যে স্যার, আপনার যদি ইয়ে... মানে মেয়ে-বন্ধু দরকার হয় তবে ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

ভদ্রলোক হকচকিয়ে উঠে বললেন, না, আমার মেয়ে-বন্ধুর দরকার নেই, সঙ্গে আমার স্ত্রী রয়েছেন।

আরে তার জন্য ভাববেন না। আপনার স্ত্রীর জন্যও পুরুষ-বন্ধু জোগাড় করে দেব।

গৃহকর্ত্রী মারা গেছেন। বাড়ির চাকর দোকানে গেছে কাফন কিনতে। সে কতটুকু কাপড় কিনবে শুনে দোকানদার বলল, এত অল্প কাপড়ে তো চলবে না, আরো বেশি কিনতে হবে।

আরে না, এর চেয়ে বেশি লাগব না। আমাগো মেম সাহেব সবসময় মিনিস্কার্ট পরত।

মিসেস জন বহু চেষ্টাতেও তার স্বামীর পরকীয়া থামাতে পারছেন না। তখন ভাবলেন যে স্বামীকে ঠিক করার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাকে ঈর্ষান্বিত করে তোলা। তাই একদিন কথায় কথায় স্বামীকে বললেন, তুমি কি জান মি. স্মিথের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো...

জানি সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো তার স্ত্রী।

স্বামীর সাথে অভিমানপর্ব চলছে স্ত্রীর। তো এক পর্যায়ে স্বামী তার স্ত্রীর মান ভাঙাতে তাকে এক দীর্ঘ চুম্বন করল। স্ত্রী তখন বলল, শুধু চুমু খেলেই তো সব দোষ কেটে যায় না। গত কালকেই পাশের বাসার ভাবি এসে নতুন টি-সেটটা ভেঙে ফেলল। এখন সে যদি এসে আমাকে চুমু খায় তাহলে কি তার সব দোষ মাপ হবে নাকি ?

ঠিক আছে, তোমার চুমু খেতে আপত্তি থাকলে বরং আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

জন আর ফিলিপ নারীচরিত্রের বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছিল।

যেসব মেয়েদের চোখের রঙ ব্রাউন হয় তারা সাধারণত দুশ্চরিত্র হয়।

আরে তাই নাকি! জানতাম না তো!

তা তোর বউয়ের চোখের রঙ কী ?

অনেক চিন্তা করেও ফিলিপ তার স্ত্রীর চোখের রঙের কথা মনে করতে পারল না। তো সে বাসায় এসেই দেখল তার স্ত্রী চাদর ঢাকা দিয়ে ঘুমাচ্ছে। তো সে আস্তে করে সে ঘুমন্ত স্ত্রীর চোখের পাতা খুলে দেখে চিৎকার করে বলে উঠল,

Oh It's Brown!

তখন পাশের থেকে এক পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল, How do you know my name ?

নববিবাহিতা দুই বান্ধবী গল্প করছে তাদের স্বামীদের নিয়ে।

আরে আমার স্বামীর কথা আর বলিস না, যা নাক ডাকে, ঘুমাতেই পারি না। তোর অবস্থা কী ?

আমাদের বিয়ে হয়েছে এক মাস হলো, ঘুমোবার সময়ই তো পাই না দু'জনে, আবার নাক ডাকা ?

এক আইরিশ মহিলা মন্তব্য করলেন, ক্যাথলিক যাজকেরা বিয়েও করে না, তাদের ছেলেপুলেও হয় না, অথচ কেন যে লোকে তাদের ফাদার বলে, ভেবেই পাই না!

দুই বান্ধবী আলাপ করছে—

রুবেলের প্রতি আমি বিরক্ত হয়ে গেছি। সে হানিমুনের পর থেকে আর আমাকে চুমু খাচ্ছে না।

তাহলে তো তোর ওকে ডিভোর্স করা উচিত।

আমি কী করে তা করব! রুবেল তো আমার স্বামী নয়।

তিন নববিবাহিত বন্ধু তাদের বিবাহপরবর্তী বাসর রাতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছেন।

১ম জন : আমি চারবার।

২য় জন : আমি ছয়বার।

৩য় জন : আমি মাত্র এক বার... এসব ব্যাপারে আমার স্ত্রীর কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না কি না তাই।

তিন সেলসম্যান নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

১ম জন : আমি মদ বিক্রি করি। কোনো মহিলা একা মদ্যপান করছে— এই দৃশ্য দেখতে আমি পছন্দ করি না।

২য় জন : আমি ফাস্ট ফুড শপ চালাই। আমিও কোনো মহিলা একা খাবার খাচ্ছেন— এটা দেখতে পছন্দ করি না।

এবার তৃতীয় জনের পালা। কিন্তু তাকে চুপচাপ থাকতে দেখে অন্য দু'জন তাকে জিজ্ঞেস করল যে তার পেশা কী। তখন সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমি রেডিমেড বিছানা বিক্রি করি।

যেসব সুন্দরী মহিলাদের বক্ষযুগল খুব উন্নত, তাদের কোমর খুব সরু হয়।

কারণটা কী ?

কারণ সব সময় ছায়াতে ঢাকা থাকলে সে জায়গায় কোনো কিছুই বাড়তে পারে না।

ফিলিপ যে এতটা কুঁড়ে তা আমি আগে বুঝতে পারি নি।

কীভাবে বুঝলে ?

ও এক গর্ভবতী মহিলাকে বিয়ে করে ফেলেছে।

নির্জন পার্ক। ভীরু প্রেমিক তার প্রেমিকাকে নিয়ে এক বেঞ্চে বসে আছে। এমন সময় চারদিক ভালো করে দেখে নিয়ে প্রেমিক তার প্রেমিকাকে আমতা-আমতা করে বলল, ইয়ে মানে... এই অন্ধকারে বসে... যদি আমি তোমার হাতটা ধরে ... একটা চুমু খাই... তুমি কি রাগ করবে ?

না, তোমাকে ছিঁচকে চোর বলব।

কেন ?

কারণ, তুমি হলে গিয়ে সেই চোর যে পুরো নতুন একটা গাড়ি চুরি করার সুযোগ পেয়েও শুধু টায়ার চুরি করতে চায়।

বাহ্ তোমার নেকলেসটা তো চমৎকার! স্বামীর উপহার বুঝি ?

হ্যাঁ। সেদিন বাসায় ফিরে দেখি ওর সেক্রেটারির সঙ্গে...

তাই বুঝি তোমাকে শান্ত রাখার জন্য এই নেকলেস ? তা সেক্রেটারিকে তাড়িয়ে দিয়েছ তো ?

পাগল, কতদিন ধরে আমার একটা হীরের কানের দুলের শখ!

এক সুন্দরী কুমারী গর্ভবতী মেয়ে ডাক্তারের কাছে এসে পরামর্শ চাচ্ছে। তো সব দেখে-শুনে ডাক্তার বললেন, আমি যা বলব তা সব ঠিক ঠিক শুনতে হবে। তাহলেই সব কিছু ঠিক হবে।

আরে আপনি তো পুরো আমার বয়ফ্রেন্ডের মতো কথা বলছেন।

মানে ?

সেও আমাকে এই কথাগুলোই বলেছিল। আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমি গর্ভবতী হয়ে গেছি।

বিখ্যাত এক লেখক মেয়েদের স্কুল পরিদর্শনে গেছেন। মেয়েরা ধরল তাকে– কীভাবে গল্প লেখা যায়। লেখক বললেন, এটা তেমন কঠিন কোনো ব্যাপার না। গল্পের প্রথমে একটু ঈশ্বরের কথা থাকবে, তারপরে থাকবে একটা অভিজাত শ্রেণীর কথা, সাথে একটু সামাজিক জীবন আর একেবারে শেষে হালকা রহস্য দিয়ে গল্প শেষ করলেই হবে।

তার কথা শুনে সবাই চলে গেলে লেখক অন্য সবার সাথে কথা বলতে লাগলেন। তখন হঠাৎ এক সময়ে একটি মেয়ে বলে উঠল, স্যার আমি একটা গল্প লিখে ফেলেছি।

কী ! এত তাড়াতাড়ি ঠিক আছে শোনাও দেখি! মেয়েটি পড়তে লাগল,

হায় প্রভু, একি পাপের জগৎ (ঈশ্বরের কথা), মন্ত্রীর স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠলেন (অভিজাত শ্রেণী)। আমার একটা বাচ্চা হয়েছে (সামাজিক জীবন), কিন্তু আমি জানি না এর বাবা কে (রহস্য) ?

১ম বান্ধবী : কী ব্যাপার, রোজ তুই গাউন পরে ঘুমাস, কিন্তু আজ যে শুধু অন্তর্বাস পরে ঘুমাচ্ছিস ?

২য় বান্ধবী : কারণ আছে। কাল রাতে আমার স্বপ্নে তোর প্রেমিক আমার কাছে এসেছিল। আমার পরনে গাউন থাকায় খুব রাগ করেছিল। আজ যদি ফের আসে, তাই।

গৃহকর্ত্রী : তোমাকে না বলেছি পাশের বাড়ির কাজের ছেলেটির সাথে গোপনে মেলামেশা করবে না ?

পরিচারিকা : কী করব ? সাহেব অফিসের কাজে সপ্তাহের তিনদিন বাসায় থাকে না।

ছোট মেয়ে জেনিফার তার মাকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা মা, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো ?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই বাসি মা।

তাহলে বাবাকে ছেড়ে দিয়ে ঐ চকোলেট-এর দোকানদারকে বিয়ে করছ না কেন ?

একমাত্র নারীই জানে তার সন্তানের প্রকৃত পিতা কে!

দুই বান্ধবী কথা বলছে—

বেশ ক'দিন ধরে লক্ষ করছি রাতে আর আমার প্রতি আমার স্বামীর আগ্রহ নেই।

আজ রাত থেকেই দেখবি আগ্রহ ফিরে এসেছে।

কী করে বুঝলি ?

আজ সকালেই আমার উনি বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন যে।

ইউরোপের এক বিয়ের অনুষ্ঠান। বাগদানের পর বাবা পুত্রবধূকে স্নেহ চুম্বন করতে গিয়ে আর ছাড়ছেন না। পাশ থেকে পুত্র ফিসফিস করে বলল, বাবা ব্যাপারটা ভালো দেখাচ্ছে না... তোমার মনে রাখা উচিত ও আমার স্ত্রী। তখন বাবাও ফিসফিস করে বলল, আমার স্ত্রীকে চুমু খাওয়ার সময়ও তো আমি তোমায় কখনো বারণ করি না।

এক বিখ্যাত ব্রোথেল রমণী। তার সঙ্গে সময় কাটাতে সবাই ব্যস্ত। বাইরে মোটামুটি লাইন। তার ঘরে ঢুকতে ৫ ডলার, বেরুতে ৫ ডলার। এক তরুণ ৫ ডলার দিয়ে ঢুকে বেরুচ্ছে না। সবাই বিরক্ত হয়ে উঠল। চেঁচামেচি শুরু করল কেন সে বেরুচ্ছে না! তখন ভেতর থেকে কেয়ার-টেকার এসে জানাল কী করে বেরুবে, ওর কাছে যে বেরুনোর ৫ ডলার নেই।

* দুই বান্ধবী।
ছি, তুই নাকি আমার বড় ভাইয়ের সঙ্গে রাত কাটিয়েছিস, আবার এর জন্য টাকাও নিয়েছিস ?
তার চেয়েও লজ্জার কথা হচ্ছে তোর মেজো ভাই আমাকে কোনো টাকাই দেয় নি!

শিক্ষক : ধর রাতে বাড়ি ফিরে দেখলে বাসায় কেউ নেই, শুধু এক অচেনা যুবক বসে আছে, কী করবে ?
ছাত্রী : যুবকটি বোকা হলে বের হয়ে যাবার জন্য পাঁচ মিনিট সময় দিব। আর চালাক হলে দিব দু'ঘণ্টা সময়!

* গৃহপরিচারিকা : ফের আমাকে চুমু খেলে বেলুন দিয়ে বাড়ি দিয়ে আপনার সব কটা দাঁত ফেলে দিব কিন্তু।
বয়স্ক গৃহকর্তা : ও ভয় আমাকে দেখিয়ে লাভ নেই! আমার দাঁতের পাটি আমি বাথরুমে খুলে রেখেই এসেছি !

* ওকে যখন চুমু খেলাম ও শিউরে উঠল।
তখন ও কী বলল ?
শুনতে পাই নি, ও উরু দিয়ে আমার কান চেপে ধরে ছিল যে!

মেয়েটির সঙ্গে ছেলেটির ধাক্কা লাগতেই মেয়েটি রেগে গিয়ে বলল, ছাগল কোথাকার! ছেলেটিও মেয়েটিকে জাপটে ধরে চুমু খেল। তারপর বলল, ছাগলে কীনা খায়!

* শিক্ষক : এমন একটা জিনিসের নাম বল যা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত।
ছাত্র : চুল
শিক্ষক : যেমন ?
ছাত্র : মাথায় থাকলে চুল, চোখের উপরে ভ্রু, ঠোঁটের উপরে গোফ, গালে দাড়ি, বুকে লোম...
শিক্ষক : ব্যস ব্যস, তুমি পাস...

একটা চুমু খাব ?
অপর পক্ষ চুপ।
কী ব্যাপার, কালা নাকি ?
তুমি কি প্রতিবন্ধী ?

বুঝলে, চুরি করলে তার ফল ভোগ করতে হয় কথাটা সত্যি।
কী করে বুঝলে ?
বিয়ের আগে তোমাকে চুরি করে চুমু খেতাম, তার ফল এখন ভোগ করছি।

স্ত্রী : তুমি আমার জন্য কতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পার ?
স্বামী : তুমি যা বল।
স্ত্রী : তাহলে আজ রাতটা তুমি হোটেলে কাটাও, মনজু ভাই আসার কথা।

বুঝলি, বাসায় থাকলেই বউকে চুমু খেতে হয়।
বলিস কী বিয়ের এত বছর পরও তোর এত প্রেম ?
কী করব বল, ওর বকবকানি বন্ধ করতে এর থেকে ভালো উপায় যে আর নেই!

এখন বুঝতে পারছি তোমার সঙ্গে বিয়ে না হলেই ভালো হতো।
ঠিকই বলেছ, সারা জীবন কুমারী থাকতে পারতে!

ছি ছি, তোমার মতো বাজে মেয়ে আর দেখি নি। আমার অবর্তমানে নিত্য নতুন ছেলের সঙ্গে আমার বিছানায় ঘুমিয়েছ ?
ভুল বললে, আমরা ঘুমাই নি, জেগেই ছিলাম।

দেখ তো ব্লাউজটা কেমন হয়েছে, কাপড়টা কিস্তিতে নিয়েছি।
ব্লাউজের যে জায়গাগুলো অসম্পূর্ণ আছে সেগুলো কি পরের কিস্তিতে জমা দিতে দিবে ?

দুই বান্ধবী।
কী রে, তোর চোখ লাল ?
কী করব, ও অসুস্থ, ওর জন্য রাত জাগতে হয়।
নার্স রাখলেই পারিস।
নার্স তো রেখেছিই। নার্স আছে বলেই ওকে পাহারা দিতেই তো রাত জাগতে হয়!

স্বামী : দেখেছ দাড়ি কামালেই আমার বয়স যেন দশ বছর কমে যায়।
স্ত্রী : তাহলে রাতে শোওয়ার আগে অন্তত তিনবার কামিও।

ওফ, তখন থেকে বাচ্চাটা কাঁদছে। ওকে একটু দুধ খাওয়ান না কেন ?
ও তো খেতেই চাচ্ছে না।
খাবে না মানে, ওর বাপ খাবে!

আচ্ছা, তুই আমার বরের আন্ডারওয়্যারের সাইজ জানলি কীভাবে ?
তোর বর একদিন আমার এখানে ফেলে গিয়েছিল যে!
ও, মনে পড়েছে, তোর বরই আমার বাসায় ফেলে গিয়েছিল, আমার বরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

সরকার সাহেব, আপনার জন্য একটা দুঃসংবাদ আছে। আপনার স্ত্রী চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে পালিয়ে গেছেন।
ওসব বাজে কথা রাখুন। দুঃসংবাদটা কী তাই বলুন।

বউকে এপ্রিল ফুল করতে জামিল গোঁফ কামিয়ে বাড়ি এসে রাতে স্ত্রীকে না জাগিয়ে শুয়ে পড়ল। এক সময় স্ত্রী পাশ ফিরে বলল, কী ব্যাপার মি. চৌধুরী, আপনি এখনো বাড়ি যান নি ?

স্ত্রী : গত এক মাসে তুমি আমাকে একটা চুমুও খাও নি।
আত্মভোলা স্বামী : সে কী তাহলে এতদিন কাকে চুমু খেলাম!

তোমার যখন ২৫ বছর বয়স আর আমার ২০, মনে আছে সে সময়টা আমরা কত আনন্দে কাটিয়েছিলাম ?
হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, তারপর তো আমরা বিয়েই করে ফেললাম!

স্ত্রী : সামনের বাসার ছেলেটা আমার জানালায় শুধু উঁকি মারে। একটা পর্দা লাগানোর ব্যবস্থা কর।
স্বামী : ভালোমতো একবার তোমাকে দেখতে দাও তারপর দেখো আর পর্দা লাগাতে হবে না।

জন্মনিয়ন্ত্রণের এই ওষুধটা নিয়ে যান, খুব কার্যকরী।
কী বলছেন, এই একটা পিলের ওজনই তো এক মণ!
হ্যাঁ, এটা খেতে হবে না, শুধু রাতে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দরজার কাছে রেখে দিবেন। দেখবেন আপনার স্বামী দরজা ঠেলে আর ঢুকতে পারবে না।

ছেলে : বাবা তুমি কখন বাড়ি থেকে বেরুবে ?
বাবা : কেন ?
ছেলে : না, আমি দেখতে চাচ্ছিলাম তুমি চলে গেলে দুধওয়ালাকে মা কীভাবে চিমনি থেকে বের করে।
বাবা : তুমি কী বলছ আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।
ছেলে : তুমি আসার একটু আগে মা ওকে চিমনির ভেতর ঢুকতে বললেন। বলেছেন তুমি চলে গেলে উনি ওকে চিমনির ভেতর থেকে বের করবেন।

স্ত্রী : আশ্চর্য! তুমি ঐ বাজে মেয়েটার সঙ্গে রাত কাটালে ?
স্বামী : ঠিকই বলেছ, মেয়েটা আসলেই বাজে, সে আমার কাছ থেকে ২ টাকা রেখে দিল।
স্ত্রী : ২ টাকা ? কী বলছ ? ওর বর থেকে তো আমি ১ টাকা নিয়েছিলাম!

স্বামীর কলিগ : ভাবি, আপনার সাহেব অফিসের নাটকে সত্যি দারুণ অভিনয় করেছে।
ভাবি : চরিত্রটা কী ছিল ?
স্বামীর কলিগ : দুশ্চরিত্র লম্পটের।
ভাবি : তাহলে সে কোনো অভিনয়ই করে নি!

এক অভিনেত্রী নতুন স্বামীর ঘরে এসে বলছে, আশ্চর্য, সব কেমন চেনা চেনা লাগছে। আচ্ছা আগে কি আমরা বিয়ে করেছিলাম ?

স্বামীর কলিগ : ভাবি, মনে হচ্ছে আপনার স্বামীকে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হবে।
ভাবি : কেন, আপনি কি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে এসেছেন ?
স্বামীর কলিগ : না, নার্সকে দেখে বুঝলাম।

তরুণী চাকরানিকে গিন্নি বললেন, আমি একটু বাইরে যাব, সবাইকে আটটার মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে দিও। বাইরে থেকে ফিরে এসে গিন্নি জানতে চাইল, কী সবাই কথা শুনেছে তো ? কেউ বিরক্ত করে নি ? চাকরানি চটপট জবাব দিল, না, সবাই ঠিকঠাক ঘুমিয়ে পড়েছিল, শুধু সাহেব একটু বিরক্ত করেছেন।

জাজ : আপনারা ডিভোর্স চাইছেন কেন ?
স্বামী : আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মতের মিল হচ্ছে না।
জাজ : কী রকম ?
স্বামী : ও ছেলেদের পেছনে ছোটে, আর আমি মেয়েদের পেছনে।

জাজ : আপনি বলছেন আপনি আপনার স্ত্রীকে খুন করেছেন, কারণ সে আপনার বন্ধুর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেছিল।
স্বামী : জি।
জাজ : সে ক্ষেত্রে আপনি বন্ধুকে খুন না করে স্ত্রীকে কেন খুন করলেন ?
স্বামী : স্ত্রী তো একজন, বন্ধু তো অসংখ্য।

স্ত্রী : নার্স মেয়েটি খুবই কড়া ধাতের। কাউকে আমাদের বাচ্চাকে চুমু খেতে দেয় না।
স্বামী : ঠিকই তো, এত ছোট বাচ্চাকে চুমু খাওয়ার কোনো মানেই হয় না।

সুবাদার মেজর : তুমি যুদ্ধে যেতে চাইছ না কেন ?
সৈন্য : আমার স্ত্রী এখনো গর্ভবতী হয় নি যে!
সুবাদার মেজর : ওর জন্য ভেব না, আমরা আছি না ?

স্বামী হঠাৎ বাসায় এসে দেখে স্ত্রী তার বন্ধুর সঙ্গে বিছানায়।
স্বামী : এসবের মানে কী ?
স্ত্রী : তুমি ঠিকই বলেছিলে, তোমার এ বন্ধুটির চরিত্র ভালো নয়!

জান এ শাড়িটা পরলে আমার বয়স নাকি দশ বছর কমে যায় ?
শাড়ি ছাড়া বরং দশ বছর বেশি বয়স্ক মহিলাই আমার পছন্দ।

তুই সবুজ লিপস্টিক মাখিস কেন ?
আমার স্বামী যে ক্যাব চালায়! লাল দেখলেই থেমে পড়ে।

স্ট্যাচু অব লিবার্টির নিচে প্রেমিক-প্রেমিকা খুব রোমান্টিক মুডে বসে আছে।
প্রেমিক : বল তো স্ট্যাচু অব লিবার্টির হাতে এত কম আলো কেন ?
প্রেমিকা : যাতে আমরা এর নিচে বসে আরো বেশি লিবার্টি পেতে পারি!

স্ত্রী : সেদিন রাতে ডলি ডলি বলে চেঁচাচ্ছিলে। আমি জিজ্ঞেস করতে বললে ওটা রেসের ঘোড়া ?
স্বামী : হ্যাঁ, তো সমস্যা কী ?
স্ত্রী : তোমার সেই রেসের ঘোড়া আজ ফোনে জানিয়েছে যে সে কনসিভ করেছে, তোমাকে জানাতে বলল।

বিদেশ থেকে স্বামী ফোন করল স্ত্রীকে।
রাতে ভয় পাচ্ছ না তো ?
না।
আমার ফাজিল ফ্রেন্ডগুলো তোমাকে রাতে ডিসটার্ব করছে না তো ?
না, আমার বন্ধুরা থাকতে ওরা আসতে সাহসই পাবে না।

শিল্পী : তোমার ঠোঁটে একটা চুম্বন আঁকতে পারি কি ?
মডেল : কেন, কাগজ শেষ ?
মনিকা : আমি মনে হয় আর বেশি দিন বাঁচব না।
লিলি : কেন ?
মনিকা : এক গবেষণায় নাকি বেরিয়েছে প্রতি চুম্বনে তিন সেকেন্ড করে আয়ু কমে।

বিশ্বের সেরা সুন্দরী বউ পেয়েছি আমি, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ওর স্বামী ওকে ফেরত চাইছে !

নবদম্পতি গেছে হানিমুনে। হোটেল বুকিং এর সময়—
বাহ, আমার স্ত্রীকে তো দেখছি আপনারা সবাই চেনেন ?
জ্বি স্যার, উনি তো আমাদের বাঙ্কা কাস্টমার, উনার প্রতি হানিমুন আমাদের হোটেলেই করেন যে!

আর্ট গ্যালারির একটা ছবির সামনে ব্যাপক ভিড়! ছবিটি হচ্ছে একটি নগ্ন মেয়ের, যার নিচের অংশ একটা ছোট পাতা দিয়ে ঢাকা। ছবির নাম 'বসন্ত'।
এক স্বামী অনেকক্ষণ ধরে মুগ্ধ হয়ে দেখছে। স্ত্রী বলল, তুমি কি শীতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে নাকি ?

এক নবদম্পতি রিকশায় করে চলেছে। স্বামীটি একটু আড়াল করে চুমু খেতে যেতেই স্ত্রী ঝাটকা মেরে সরিয়ে দিল।
কী হলো ? স্বামী অবাক!
দেখ আমার সাথে ভদ্র ব্যবহার করবে। মনে রাখবে আমি এখন একজন সম্মানীয় বিবাহিতা নারী।

ইতালির এক তরুণ বউ পেটানোর জন্য আদালতে অভিযুক্ত হলো।
জাজ : বউ পেটানোর জন্য তোমাকে একশ' দশ ডলার জরিমানা করা হলো।
তরুণ : একশ' ডলার বুঝলাম, কিন্তু অতিরিক্ত দশ ডলার কেন ?
জাজ : ওটা প্রমোদ কর।

দেখ সেলিম, তুমি যদি এখন আমাকে জোর করে চুমু খাওয়ার চেষ্টা কর, তার ফল কী হবে জান ?
না, কী হবে ?
জানতেও ইচ্ছে করে না তোমার ?

আচ্ছা রফিক, আমিই কি তোমার জীবনে প্রথম নারী, যার সঙ্গে তুমি প্রথম বিছানায় গেলে ?
আঁ...বছর পাঁচেক আগে কি তোমার সাথে আমার দেখা হয়েছিল ?

দেখ আমাদের আর লিভ টুগেদার করা উচিত নয়।
ঠিক বলেছ, বিয়ে করে ফেলা দরকার।
তাহলে তুমি আগে কর ...লেডিস ফার্স্ট।

আচ্ছা তুমি কি তোমার এই দীর্ঘ চিরকুমার জীবনে কাউকে চুমুও খাও নি ?
একেবারে না বলা ঠিক হবে না...একবার নাকে খত দেয়ার সময় ঠোঁট মেঝেতে লেগে গিয়েছিল।

তুমি অন্ধকারে ঐ মেয়েটিকে চুমু খেলে কেন ?
দিনের বেলায় ওকে দেখে সেটাই ভাবছি!

আচ্ছা দোস্ত আমি যখন আমার ফিয়াসেকে চুমু খাই, ও চোখ বন্ধ করে ফেলে কেন বল তো ? এর রহস্য কী ?
নিজের চেহারাটা ভালো করে আয়নায় দেখ তাহলেই বুঝবি!
তোমার মতো মেয়েকে চুমু খেতে আমি ১ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে রাজি আছি।
কী ভয়ঙ্কর কথা!
জিনিসটা খারাপভাবে নিও না। আমি তোমার মূল্য বোঝাতে এই উপমাটা দিলাম মাত্র।

না, আমিও খারাপভাবে নিচ্ছি না...ভাবছি তাহলে গত রাতে হাজার দুয়েক টাকা লস হয়েছে আমার!

ক্রুদ্ধ পিতা : ইয়ার্কি পেয়েছ ? আমার মেয়েটাকে সারারাত কোথায় কোথায় ঘুরিয়ে ভোর ছটায় বাড়ি পৌঁছে দিতে এসেছ ?
ছেলে : কী করব বলুন, ছটা ত্রিশে যে আমার অফিস!

হাই সুইট হার্ট!
আস্তে, পাশের ঘরে আমার বর...শুনে ফেলবে।
আরে রাখ তোমার বর শুনবে...উনি গতকাল আমার দোকানে হেয়ারিং এইডের ব্যাটারি কিনতে গিয়েছিলেন...দিয়েছি পুরনো ব্যাটারি গছিয়ে।

প্রেমিক প্রেমিকাকে : এবার তাহলে গুডনাইট বলে বিদায় হই ?
ভেতর থেকে প্রেমিকার বাবা : আর একটু থেকে একেবারে গুডমর্নিং বলেই বিদেয় হও না কেন ?

ঘনিষ্ঠ পরিবেশে তরুণ-তরুণী।
আলোটা নেভাই ?
কেন ?
জান না প্রেম অন্ধ!

হ্যালো সাব্বির, আমায় চিনতে পারছ তো ?
কাপড়-চোপড় পরা থাকলে কীভাবে চিনব ?
জানিস লিলি খুব ঘরোয়া মেয়ে।
কীরকম ?
ও সব ছেলেদের ঘরেই যায়।
তোর হবি কীরে ?

বাথরুমে গান গাওয়া।
কী গান ?
দ্বৈত সঙ্গীত।

সাইকিয়াট্রিস্ট : এবার বলুন আপনার সমস্যা কী ?
তরুণী : প্রতি রাতেই আমি স্বপ্ন দেখি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে আমি সমুদ্র তীরে হেঁটে চলেছি...শুধু মাথায় একটা টুপি।
সাইকিয়াট্রিস্ট : হুম, সে সময় নিশ্চয়ই আপনি খুবই বিব্রত বোধ করেন ?
তরুণী : অবশ্যই, টুপিটা যে খুবই ওল্ড ফ্যাশনের!

কাগজে একটা বইয়ের বিজ্ঞাপন বেরুল এভাবে, বিয়ের আগে অপরিহার্য একটি বই, আজই সংগ্রহ করুন। মূল্য মাত্র....। দু'দিনে সে বই আউট অব মার্কেট! বইয়ের নাম ছিল, সহজ রন্ধন প্রণালি।

এক যুবতী প্রতিদিনই বাথরুমে গোসল করে নগ্ন হয়ে। কিন্তু শাওয়ার ছেড়েই বসে পড়ে। এতে করে পাশের রুমের আরেক যুবক প্রতিদিনই দরজার ফুটো দিয়ে গোসলের দৃশ্য মিস করে। একদিন যথাসময়ে যুবক দরজার ফুটোয় চোখ রেখে গেয়ে উঠল জাতীয় সঙ্গীত!

প্রেমিকা : মেয়েরা না থাকলে তোমাদের প্যান্টে বোতাম লাগিয়ে দিত কে শুনি ?
প্রেমিক : আরে ধুর ধুর, মেয়েরা না থাকলে প্যান্ট পরত কে শুনি ?

মেয়ে : আচ্ছা, শরীরে যৌবন ধরে রাখার উপায় কী ?
ছেলে : শরীরে যৌবন এসেছে সেটা মনে রাখা।
মেয়ে : কীভাবে মনে রাখব?
ছেলে : চল দেখাই।

এক সাইন্টিস্ট বাবা তার সুন্দরী মেয়ের জন্য বিশেষ একটা যন্ত্র বানিয়েছে। যন্ত্রটা হচ্ছে কেউ যদি তার মেয়ের হাতে হাত রাখে তাহলে একটা হলুদ লাইট জ্বলে উঠবে, কেউ যদি তার মেয়ের ঘাড়ে স্পর্শ করে তাহলে জ্বলবে কমলা লাইট, কেউ যদি তার ঠোঁটে স্পর্শ করে তাহলে জ্বলবে সবুজ লাইট কেউ যদি নাভির নিচে...এরকম ডজন খানেক লাইটের ব্যবস্থা আছে। যা হোক একদিন সাইন্টিস্টের স্ত্রী ছুটে এলো– ওগো জলদি তোমার যন্ত্রটা চালু কর তোমার মেয়ের বন্ধু এসেছে। সাইন্টিস্ট যন্ত্র চালু করলেন। দেখেন সব আলো জ্বলছে নিভছে জ্বলছে নিভছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোলে মাস্টার্স করে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন কার্টুন। পেশাদার কার্টুনিস্ট বলতে যা বোঝায় তিনি তাই। দু'দুবার কার্টুনে আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন।

গত পঁচিশ বছর ধরে দেশের একমাত্র জনপ্রিয় কার্টুন পত্রিকা 'উন্মাদ'-এর সম্পাদক। এছাড়াও তার ভাষায় রম্যরচনা লেখার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন গত বছর দুয়েক ধরে। ইতোমধ্যে সেগুলো বই হিসেবেও বের হয়ে গেছে, সবই 'আবজাব' টাইপের বই!

জোকস্ তার প্রিয় বিষয়। তার প্রিয় জোকস্-এর একাধিক সংকলন-গ্রন্থ বেরিয়েছে। নিজেকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 'গ্রান্ড ফাদার অব জোকস্' বলে ঠাট্টা করেন প্রায়ই।

১৯৫৭ সালের ১৫ নভেম্বরে জন্ম এই কার্টুনিস্টের। প্রিয় কার্টুনিস্ট ভারতের সুধীর ধর। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কার্টুনিস্ট সুধীর ধরও ভূগোলে মাস্টার্স!

ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রী আফরোজা আমিন ও কন্যা এষাকে নিয়ে তার নিজস্ব পৃথিবী!

• লেখকের আত্মপ্রতিকৃতি

Created with an unregistered version of SCP PDF Builder

You can order SCP PDF Builder for only $19.95USD from
http://www.scp-solutions.com/order.html